॥ দেবধূপ ॥

গোষ্ঠবিহারী কুইলা

দেবধূপ

গ্রন্থসমাজ : কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৬৫

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক, এম, এস-সি
গ্রন্থ সমাজ
৩৫, খেলাতবাবু লেন, কলিকাতা-২

প্রচ্ছদপট :
শ্রীপ্রভাতকুমার কর্মকার
শিবপুর, হাওড়া

মুদ্রক :
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
২০, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ব্লক :
শ্রীশৈলেন ঘোষ
রয়েল হাফটোন কোম্পানি
৪, সরকার বাই লেন, কলিকাতা-৬

বাঁধাই :
আহম্মদ খান এণ্ড সন্স
১৯, পাটোয়ার বাগান লেন, কলিকাতা-৯

পরিবেশক :
দীপিকা
১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দাম : দু' টাকা

॥ মঙ্গলাচরণ ॥

সাম্প্রতিক বাংলা কাব্য ছন্দের বৈচিত্র্য এবং স্তবক নির্মিতির সৌষম্য হারিয়েছে। অথচ উৎকৃষ্ট কাব্যের পক্ষে ছন্দ ও মিলের আবেদন একান্ত বাঞ্ছিত। তাই সাম্প্রতিক কালে যাঁরা ছন্দিত বাণীবন্ধে তাঁদের ভাবকে রূপায়িত করে তোলার সাধনায় নিমগ্ন তাঁদের কবিকৃত্য সর্বভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী কুইলার নতুন কাব্যগ্রন্থখানি সেজন্যেও কাব্যরসিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি করতে পারে। বিচিত্র ভাবকে বিচিত্র বাণীবন্ধে তিনি সার্থক কাব্যরূপ দিয়েছেন। সহজাত কবিদৃষ্টি তাঁর রয়েছে, বাণী শিল্পক্ষেত্রে সৌন্দর্য সৃষ্টির একাগ্র সাধনার পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন; কাজেই তাঁর কাছে নব নব সার্থকতার প্রত্যাশা আমরা অবশ্যই করব। কামনা করি, এই অনতিখ্যাত কবি তাঁর চরম সিদ্ধির তীর্থে পৌঁছে বাংলার সারস্বত সাধনাকে সমৃদ্ধতর করে তুলুন। কবিকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভকামনা জানাই। ইতি। বৈশাখ ১৩৬৫॥

বঙ্গবাসী কলেজ
কলিকাতা॥

জগদীশ ভট্টাচার্য

॥ আমার কথা ॥

সযত্ন-লালিত উদ্যান-পুষ্পই হোক, আর অযত্ন-বর্ধিত বন-কুসুমই হোক—ফুল-বিলাসীর কাছে সৌন্দর্য-সুরভির মাপ কাঠিতেই তার বিচার হবে। সেখানে বন-বাগান-মালীর প্রশ্ন যেমন অবান্তর কাব্য-পাঠকের কাছে কবি আর তার সাধন-পরিবেশের প্রশ্নও তেমনি অনাবশ্যক। তাই কবির কথা এখানে নিরর্থক। আধুনিকতার মিছিলের মধ্যে আমার কাব্য হারিয়ে যাবে কিনা সে সংশয় মনে নিয়েই এ কাব্য প্রকাশ করছি—যদি কয়েকজনেরও মনে ক্ষণআনন্দ সৃষ্টি করতে পারি এই আশায়।

আমার এ কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহ, প্রেরণা ও সক্রিয়-সহায়তা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তাঁদের কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না।

অধ্যাপক প্রবোধকুমার ভৌমিক আমার এ কাব্য-গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর নিঃস্বার্থ সাহায্য না পেলে আমার এ ইচ্ছা কোনদিনই পূর্ণ হোত কিনা সন্দেহ। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কাব্যরসিক সহকর্মী বন্ধু মৌলভী মহম্মদ মহসীন আলী (যাঁকে আমি 'মৌ-লোভী' নাম দিয়েছি) উৎসাহ দিয়ে, বন্ধুবর অতুলপ্রসাদ সাঁতরা কবিতা নির্বাচনে সাহায্য করে এবং শিক্ষকবন্ধু নির্মলকুমার রায় বইটির নামকরণ করে আমার ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন। তাঁদের আমার প্রীতি জানাচ্ছি।

নতুন কবিদের প্রতি স্বভাব-স্নেহ বশতঃ অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য আমার এই ক্ষুদ্রগ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এটি আমার কবি-জীবনে আশীর্বাদ হয়ে রইল।

পাঁশকুড়া,
কবিপক্ষ
১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

গ্রন্থকার

বাবা ও মাকে

সূচী

মণি-মালঞ্চ ঃ

মেরুজ্যোতি ঃ

অনির্বাণ ঃ

পথ-প্রান্তর ঃ

বন-জ্যোৎস্না ঃ

ভালবেসেছিনু ঃ

অগ্নি-বুভুক্ষা ঃ

নবদূর্বা ঃ

নির্মাল্য ঃ

মণি-মালঞ্চ

মূল্যবান মণিহার, তবু পুষ্প-
মাল্যও অনাদরণীয় নয় মানুষের
কাছে। অন্তরের মণিকোঠা থেকে
মাঝে মাঝে বিচ্ছুরিত হয়েছে যে
ভাবের মণিদীপ্তি আর ছু'টি
আঁখির দৃষ্টি-দীপ্তি অন্তরের মণি-
কোঠায় সঞ্চয় করেছে যে
সৌন্দর্যের পুষ্প-সম্ভার, তাই
দিয়ে কবিতার ছন্দে ছন্দে গেঁথে
তুলেছি আমার মণি-মালঞ্চ।
তারই কয়েকটি কবিতা চয়ন
করেছি দেবধূপের মলাটের মধ্যে।

সৃষ্টি ও সৌন্দর্য

বাজিছে সৃষ্টির বীণা নিখিলের অন্তরে অন্তরে—
অনাহত অনাদ্যন্ত সেই সুরে জলধি কন্দরে,
আকাশে, ভূধর-শৃঙ্গে, অরণ্যানী, মরু-মেরু দেশে
নিত্যনব সৃজন-গৌরবে কী বিচিত্র বেশে
বিশ্বশিল্পী আপনারে কতরূপে করিছে প্রকাশ
দিকে দিকে। নক্ষত্রের সমারোহে অনন্ত আকাশ,
পুষ্পভারে ফুল কুঞ্জ, ফল-শস্যে বন ও প্রান্তর,
ধরা গর্ভ হেমরত্নে তাই দীপ্র সানন্দ অন্তর ;
মর্মর-কূজন-গুঞ্জ, বীণা বাঁশি, নদী-কলতান,
তাই গাহে সৃজনের—সৌন্দর্যের বন্দনার গান।
সেই গানে সেই রূপে নর পায় সৃষ্টির প্রেরণা,
মানুষের সৃষ্টি তাই বিধাতার সৃষ্টির দ্যোতনা।

বীণা

সূর্য করে বেজে ওঠে আলোকের জ্যোতির্ময়ী বীণা,
সেই সুরে বিশ্বজাগে, বনে বনে ফুলদল ফোটে,
সাগরে তরঙ্গ নাচে, বেপমান ঝলকে ঝরণা,
সপ্তসুরে সপ্তবর্ণে নভ বুকে রামধনু ওঠে।

নাহি জানি কোথা বাজে প্রেম-ঘন সৃজনের বীণ
রূপ-রস-গন্ধ-গান বিচ্ছুরিছে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ;
আলোক আঁধারে মিশি, আনন্দ ব্যথায়—বহে চিরদিন,
মিলন বিরহে কাঁদে—নৈরাশ্যের আগায় শঙ্কা রে।

মহাব্যোমে বাজে বীণা অদৃশ্য সে ঈথারের তারে
তাই ওঠে কলতান কূজন মর্মর সঙ্গীত রাগিণী,
বিশ্বের মিলিত গীতি 'নাদ ব্রহ্ম' শব্দিত ওঙ্কারে,
মানবের হৃদে তাই নেচে চলে সুর তরঙ্গিণী।

কবির হৃদয় বীণা নানা সুরে ওই ঐক্যতানে
ঝঙ্কৃত সে নিত্য কাল সীমাহীন অনন্তের গানে।

হিন্দোল

সাগর আজি উঠছে মেতে
প্রলয় দোলের হিন্দোলে,
আকাশ-ছোঁওয়া উর্মি নাচে
নয় তটিনী হিল্লোলে।

গর্জনে আর কল্লোলে—
ভূলোক দোলে দ্যুলোক দোলে,
দোলে নিখিল হিয়া দোলে
বিস্ময়ে আর আনন্দে।
নাচে আজি সাগর নাচে
আকাশ তলের মঞ্চ মাঝে
নটরাজের নৃত্য তালের স্বছন্দে।

নৃত্য তালের ভঙ্গিমাতে
সিন্ধু আসে চঞ্চলি,—
বেলা ভূমে ছড়িয়ে পড়ে
শুভ্র ফেনার অঞ্চলই।
সাগর হাসে উচ্ছ্বাসে,—
হাওয়ার সাথে খেলায় মাতে
রামধনু রঙ্ ওড়না সে।

বেলা ভূমে চরণ ফেলে
ক্ষণে ক্ষণে পিছিয়ে চলে,
উল্লসিয়া ছন্দদোলে
আবার আসে স্বরঙ্গে,—
মন্দ্র গানে সাগর নাচে
তরঙ্গে আর তরঙ্গে।

পাতালপুরের অনন্ত নাগ
বিশ্ব জয়ের উল্লাসে
হাজার ঢেউয়ের ফণা তুলে
করছে যেন হল্লা সে।

৫

ফেনরাশি পুঞ্জময়—
নয় সে কুসুম মাণিক নয়,
সিন্ধুরাজের মুকুট শোভায়
ব্যর্থ আজি কল্পনা—
চোখ আছে যার সফল করো
মিথ্যা এতো গল্প না।

দৃষ্টি সীমার পরপারে
ওই সুদূরে—দিগন্তে
বুকে বুকে মহামিলন
অনন্তে আর অনন্তে,
সিন্ধুতে আর অম্বরে,—
মেঘ এলোচুল ছড়িয়ে আকাশ
সুনীল বসন সম্বরে।

সমুদ্র তার মন্দ্র গানে
কী যে জানায় আকাশ পানে,
ভৈরবের ওই রুদ্র তানে
নিত্য কালের গীতালি,—
সিন্ধুপারে দিগন্তরে—
অন্তরে আর অন্তরে—
সাগর নভে চলেছে মহা মিতালি।

বরুণ দেবের প্রাসাদ হ'তে
অরুণ জাগে দীপ্তিতে
ঢেউ মুকুটে মাণিক যেন
সিন্ধু নাচে তৃপ্তিতে।
উর্মি শিখর উজ্জ্বলে,—
অরুণ আভায় ফেনায় ফেনায়
মুক্তা প্রবাল ঝলঝলে।

পাড়ি দিয়ে আকাশটারে
সূর্য নামে সাগর পারে,
ক্লান্ত রবির শান্ত কিরণ
ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তে—
অস্ত লীলার রক্ত রাগে
সাগর দোলে আনন্দে।

উর্মি দোদুল দোলনাতে
সূর্য বিবশ তন্দ্রাতে
ডুব দিয়ে যায় সিন্ধুরাজের
রাজ প্রাসাদে রোজ রাতে,—
নিদ্‌মহলে ক্লান্ত রবি
রাত্রি যাপে নিদ্রাতে।

সন্ধ্যা বেলায় সূর্য ডোবে
উদল এবার ইন্দু রে,
দীপ জেলে ঐ আকাশ যেন
সন্ধ্যা জানায় সিন্ধু রে।

উর্মি তালে ফেন উঠে,—
চন্দ্রালোকের দীপ্তি মেখে
যেন হাজার ফুল ফোটে।
চিরদিনই এমনি সাগর
নৃত্য পাগল হিন্দোলে,—
তারই দোলায় বিশ্ব নাচে
তাধিয়া ধিন্ ধিন্ বোলে।

বর্ষা আহ্বান

এস শ্যাম-সুন্দর নব বরষা !
এস পৃথ্বী জন-প্রাণ-ভরসা !
এস অম্বরে ডম্বরু বাজায়ে !
এস ঘন মেঘদল সাজায়ে !
এস বিদ্যুৎ অসি ঝলকি !
এস বারিধারা ছল ছলকি !
এস বনে বনে ফুল ফোটায়ে !
এস মত্তা তটিনী ছোটায়ে !
এস শীতল শীকর-পরশা !
এস শ্যাম-সুন্দর নব বরষা !

এস শ্যামল দ্রুমদল শাখে !
এস বন-ঝিল্লি-দাদুরী-ডাকে !
এস পূবালি বায়ু শন্-শনিয়া !
এস বেণু-বন-ধ্বনি ধ্বনিয়া !
এস রামগিরি শির বাহিয়া !
এস অলকার পানে চাহিয়া !
এস শিখীকুল-প্রাণ নাচায়ে !
এস চাতকের প্রাণ বাঁচায়ে !
এস কবিজন-প্রাণ-হরষা !
এস শ্যাম-সুন্দর নব বরষা !

এস পৃথ্বীরে যৌবন দানিয়া !
এস মাঠে ঘাটে শ্যামলিমা আনিয়া !
এস ধান-ক্ষেতে দোল দুলিয়া !
এস পাগল, পথ ভুলিয়া !
এস মেঘ বনে বনে বিহরি' !
এস সিক্ত পবনে শিহরি' !
এস রবিকর-ধারা ঢাকিয়া !
এস বজ্র নিনাদে ডাকিয়া !
এস পৃথ্বীর বুক সরসা !
এস হরষা ! ভরসা ! বরষা !

মেরুজ্যোতি

দীর্ঘ অন্ধকারের বুকে মধ্যরাত্রে জ্বলে ওঠে মেরুজ্যোতি 'নিশীথ সূর্যের দেশে'। সে অন্তর্দৃষ্টি আমার নেই যা পাখীর মত অন্ধকারের মধ্যে সূর্যোদয়ের পূর্বেই দেখে আলোর আগমন প্রত্যাসন্ন। জানি প্রভাত এক সময় আসবেই—কিন্তু মধ্যরাত্রে সূর্যোদয়ের মেরুজ্যোতি দেখতে পাই না আমি। এমনি আশা-আশঙ্কার কবিতাগুলি সঙ্কলন করেছি মেরুজ্যোতির পাণ্ডু-লিপিতে। তারই পাঁচটি কবিতা চয়ন করেছি দেব-ধূপের মধ্যে।
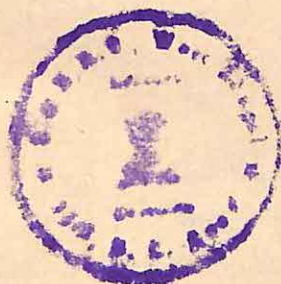
মেরুজ্যোতি

আমি দেখি না নিশীথ রাত্রে সূর্যোদয়ের মেরুজ্যোতি
রাত্রি শেষে প্রভাত আসবে জানি
কিন্তু কেমন ক'রে অমানিশার গভীর অন্ধকারে
জাগরণের প্রভাতী তান সুরু করি--
কেমন ক'রে গেয়ে উঠি বৈতালিকী—
'ওই হের প্রভাত উদয়'।

আজও আমি চীৎকার ক'রে মরি—
'প্রভাত কই—আলো কই—কই?'
আলেয়া দেখায় মিথ্যা আলোর আশা,
মেঘের কোলে বিদ্যুতের চমকও যায় দেখা—
মাঝে জ্যোৎস্নার ঝলকও।

তাই আমি আলো সন্ধানী আঁধারের পাখি,
কুল-সন্ধানী দিক্-ভ্রান্ত সাগর-যাত্রী,
শ্যাম বনানীর সন্ধানে চলেছি মরুপান্থ।
মাঝে মাঝে পেয়েছি মরূদ্যানের সুশীতল ছায়া-বারি,
মরীচিকার বিভ্রান্তিও এসেছে বারে বারে।
কিন্তু জানি,—
স্থির ধ্রুবনক্ষত্রের দেশে এসে পৌছাইনি আজো।
তাই জানি—দেখব না হেথা
নিশীথ রাত্রে স্বর্যোদয়ের মেরুজ্যোতি।

মাতৃপূজা

সানাইয়ের সুর বাজে—
পূজার বিতান তলে মাতৃপূজা মহোৎসব মাঝে।
এ-পাড়া ও-পাড়া
ধনিক বণিক সঙ্ঘে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পঁড়ে গেছে সাড়া
কার কত অর্থ আছে—
রণদারে সাক্ষী রাখি ধন-রণ যাচে।

সে রণে রসদ কারা ? কারা দেয় বুকের শোণিত
তাজা ও লোহিত ?
লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত দরিদ্র নির্ধন
অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে দিকে দিকে করিছে ক্রন্দন,
রোগে শোকে করিছে জর্জর
তাহাদের অস্থি ও পঞ্জর।

শরতের রৌদ্র-দীপ্ত মুক্তাকাশ মাঝে
তবে কার আগমনী বাজে ?
কে আসে ও সিংহাসীনা রণচণ্ডী মূর্তি ধরি ওই ?
ধরণী কাঁদিয়া উঠে,
'জন-গণেশের স্নেহময়ী জননী সে কই ?'
অন্নপূর্ণা এলো যদি অন্নহীন কেন কাঁদে তবে
এত গান এত হাসি সাড়ম্বর আনন্দ উৎসবে ?
কেন থাকে হায়—
দরিদ্র-চণ্ডাল-মুচি সঙ্কোচে লজ্জায়
প্রতিমা হইতে দূরে ?

থাক সে কারণ, আর কাজ নাই টুঁড়ে
আয় মাগো আয় এইবার
'ম্যায় ভুখা হুঁ' রবে ছাড়িয়া হুঙ্কার
আয় মা করালী।

তোর পায়ে শির দিবে ডালি
হিংসা-খড়্গে সন্তানেরা যত।
শ্মশানের চিতা-বহ্নি হোম-যজ্ঞ হবে,
নহবত বাদ্যভাণ্ড—আর্তনাদ-ক্রন্দন-কলরবে।
যক্ষ্মারোগী তোমার পূজায়,—
ঝলকে ঝলকে তুলি বুকের রুধির,—
রক্তজবা দিবে তোর পায়।

নয়ত সে স্নেহময়ী জননীর মূর্তি ধরি' মাগো,
আয়—তবে আয়
শান্তি দাও—অন্ন দাও—রোগে-শোকে-তৃষ্ণায়-ক্ষুধায়।
অন্নপূর্ণা আয় মা দ্বি-ভূজা!
সন্তানের ভক্তি অর্ঘে হবে তবে
বিশ্বমাতৃপূজা।

অমারজনীর গহন আঁধার নামিয়াছে পাকে পাকে,
মহাকাল বুঝি বিশ্ব-ললাটে ভাগ্য-বিধান আঁকে।
কালো বাদুড়েরা মেলিয়াছে ডানা
দিকে দিকে আজ দেয় তারা হানা
ভ্যাম্‌পায়ারেরা শোষিছে রক্ত ক্ষুধিত চঞ্চুপুটে
প্রাণ-অবশেষ কঙ্কাল হ'তে শেষ কণাটুকু লুটে।

শ্মশান বেদীতে ধ্যানে বসিয়াছে মহাকাল মহাকালী
পিশাচেরা তাই ছাড়া পেয়ে নাচে, দেয় তারা করতালি।
বিশ্বের বুকে চিতানল জ্বেলে
নর মুণ্ডের গেণ্ডুয়া খেলে
চর্বণ করি অস্থি করোটী হাসিছে অট্টরোলে
শান্ত ধরণী শিহরি উঠিছে পিশাচ হট্টগোলে।

এ আঁধারে আজ কে দেখাবে পথ কে জ্বালিবে দীপশিখা,
কে ঘুচাবে আর এ ঘোর নিবিড় আঁধারের যবনিকা।
কাহার উদার শান্ত শাসনে
পিশাচের দল যাবে দূর পানে,
কাহার অভয় সুধাভরা বাণী শান্তির বারিবাহ ?
শিক্ষক তারা যুগ-ঋত্বিক্, তাহাদেরি জয় গাহ।

তারা দেহ-দীপে প্রাণের আলোকে জ্বালিয়া জ্ঞানের বাতি
দিকে দিকে জ্বালে শত দীপশিখা উজলিয়া অমারাতি।
কেহ কভু হায় দেয় নাই ভুলে
এতটুকু স্নেহ দীপশিখা-মূলে
আপনি সে জ্বলে বক্ষ-শোণিতে অস্থি-মজ্জা-হবি
তিলে তিলে দহি আপনার প্রাণ নিঃশেষে দেয় সবি।

সে দীপ-অনলে আপনার ঘরে যারা জালে রোশ্‌নাই
তারাও ফিরিয়া দেখেনাকো হায়—তাতে আফশোস নাই।
দধীচির দল এমনি করিয়া
দিয়াছে-অস্থি-মৃত্যু বরিয়া
ব্যর্থ হবে না সে দান তাদের বজ্র-রচিবে তাহে
মরিবে পিশাচ রক্ত-শোষক তীব্র অনল-দাহে।

জলে ওঠ তবে ওগো গুরুদেব, নাশিয়া আঁধার-মসী
আকাশের আলো নিভিয়াছে যদি নিভিয়াছে রবি-শশী।
প্রদীপের আলো যদি হয় ছোট,
মশালের মত ওঠ জলে ওঠ
ভাবী যুগ প্রাতে জাগিবেন জানি জগতের মাতাপিতা
আজি অমারাতি আলোকে প্রভাতি' জ্বাল গো দীপান্বিতা।

'জাগৃহি ভগবান'

কু-স্বপন দেখি জাগিয়া উঠেছি সুখ-নিদ্রার মাঝে
যেন কোথা হতে অমঙ্গলের ভয়াবহ সুর বাজে।
কর্কশ স্বরে পেঁচা ডেকে উঠে, নিশাচর নাড়ে পাখা,—
স্বপন দেখিনু,—কালো মেঘে যেন সারাটি গগন ঢাকা,
যেন ঘন ঘন বজ্র নিনাদে দীপ্ত তড়িৎ হাসে
ভ্রূকুটি হানিয়া মেলি লোল-জিহ্বা হিংসার উল্লাসে।
বিশ্বের বুক থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে
আকাশের বুকে কাল ইঙ্গিতে ধূমকেতু যায় ছুটে।
আগ্নেয়গিরি গর্জনে ফাটে উদ্গারে লাভা-ধূম,
কল্লোলে মাতে মহা সমুদ্র,—সহসা ভাঙ্গিল ঘুম।

ঘুম ভেঙ্গে গেছে, স্বপন আমার সফল হোল কি তবে!
মানব-বুদ্ধি-শক্তি-দম্ভ দানব সৃজিল ভবে।
আজি দানবিক পরমাণবিক শক্তির হুঙ্কারে
উদ্‌জান বোমে বিশ্বনাশের জাগাইছে শঙ্কা রে।
মূর্খতা হেরি হাসি পায় আজি শোন রে বিশ্ববাসী,
সূর্য-অনলে জনম যাহার তারে কেবা দিবে নাশি ?
মানুষ মরিবে আপনার দোষে মারিবে সে জীবকুল,
বুদ্ধি-বিকারে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হ'য়ে যাবে নির্মূল।
কিবা বর দিলে ভস্ম অসুরে হায় ওগো ভোলানাথ,
পরশে তাহার জলিয়া কি নিজে করিবে জীবনপাত ?
অভাগী ছিন্নমস্তা, তোমার একি লীলা পরিপাটী,—
আপন রুধির পান কর হায় আপনার মাথা কাটি।
অভাগা মূর্খ ধীবর গো তুমি কী লাভের কু-আশায়
সাগর গর্ভে বন্দী দানবে মুক্তি দানিলে হায়।
অতি বুদ্ধির বিকারে মানুষ করিছে নরক বাস
বিশ্বজয়ের উৎসাহে আনে আপন সর্বনাশ।

সভ্য নরের জয় গাহি' তবু কে বাজায় দুন্দুভি,
অট্টহাস্যে গগন বিদারি' কে মেতেছে আজ খুবই ?

মূর্খেরা রহ চুপ,—
দেখিতে পাও না শ্মশান কালীর সম্মুখে 'যম যূপ'।
জানি ছাগদল দ্বন্দ্বেতে মাতে, মা কালীর যূপকাঠে,—
শেষ দিন যবে ঘনাইয়া আসে ঘাতকে মুণ্ড কাটে।
তেমনি রে হায় বিশ্বরাজের বিশাল মশান ভূমে
নরমেধ যাগে প্রাণ দিয়া সবে ঘুমাইবে মহাঘুমে।
হয়ত সেদিন দূর-পরাহত, বজ্র হানিয়া বুকে
উন্মাদ নর বিশ্ব জ্বালায়ে মরিবে সে কোন্ দুখে ?
আত্মঘাতের অপবুদ্ধির ভয়াবহ পরিণাম
কে রোধিবে আজি ? শান্তি নিলয় 'জাগৃহি ভগবান'!

সন্ধানী

দিকে দিকে হীন স্বার্থ কূটচক্র ষড়যন্ত্রজাল
বিস্তারিয়া লুব্ধ পক্ষ সারা বিশ্ব চায় গ্রাসিবারে,
নেপথ্যে হাসিয়া ওঠে থাকি থাকি মৌনী মহাকাল,
উন্মাদ মনুষ্য মত্ত আণবিক শক্তির হুঙ্কারে।

অন্ধকারে আজো ফেরে ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের দল,
শিকারীর তীক্ষ্ণ শর লক্ষ্যভেদী হ'তে পারে জানি,
তারা চায় তপ্ত রক্ত ব্যথিতের তপ্ত অশ্রুজল—
জীবনের বক্ষে তারা বেদনার্ত মৃত্যুর সন্ধানী।

সভ্যতা বিকৃত রুচি প্রগতির ছদ্মবেশে সাজি'—
কামনা-কলঙ্ক-দৃষ্টি অসংযত দুর্মদ যাচনা
সৌন্দর্যের দিব্যলোকে গ্লানিমার খোঁজ করে আজি,
সত্য-শিব-সুন্দরেরে প্রতিক্ষণে করিছে লাঞ্ছনা।

নদী বহে নিরুদ্দেশ কোন্ দূর সমুদ্রের পানে,
আত্মহারা সত্যসন্ধ গ্রন্থে-মন্ত্রে কী খুঁজিয়া ফিরে,
ভূমি ছাড়ি কেন ছুটে অবাস্তব ভূমার সন্ধানে
চন্দ্র-সূর্য-নীহারিকা, অমৃতের স্বর্গ-সিন্ধু তীরে।

মরুভূমে ক্লান্ত পান্থ খুঁজে ফিরে শ্যাম মরূদ্যানই,
নিবিড় আঁধার মাঝে আমি শুধু প্রত্যাসন্ন আলোর সন্ধানী।

অনির্বাণ

যুগ যুগ ধরে নর-নারীর হৃদয়ে প্রেমের যে অনির্বাণ দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত রয়েছে তাই নিয়ে কবি রচেছে কাব্য, শিল্পী করেছে তার অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি। আর সেই প্রেমের যাদুস্পর্শে পাষাণ পেয়েছে প্রাণ, মৃত্যু হয়েছে পরাজিত, অন্ধ হয়েছে চক্ষুষ্মান। এমনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক কাহিনীকে রূপ দেওয়া হয়েছে অনির্বাণের কবিতায়। তারই কয়েকটি কল্পিত আলেখ্য চয়ন করা হয়েছে দেবধূপে।
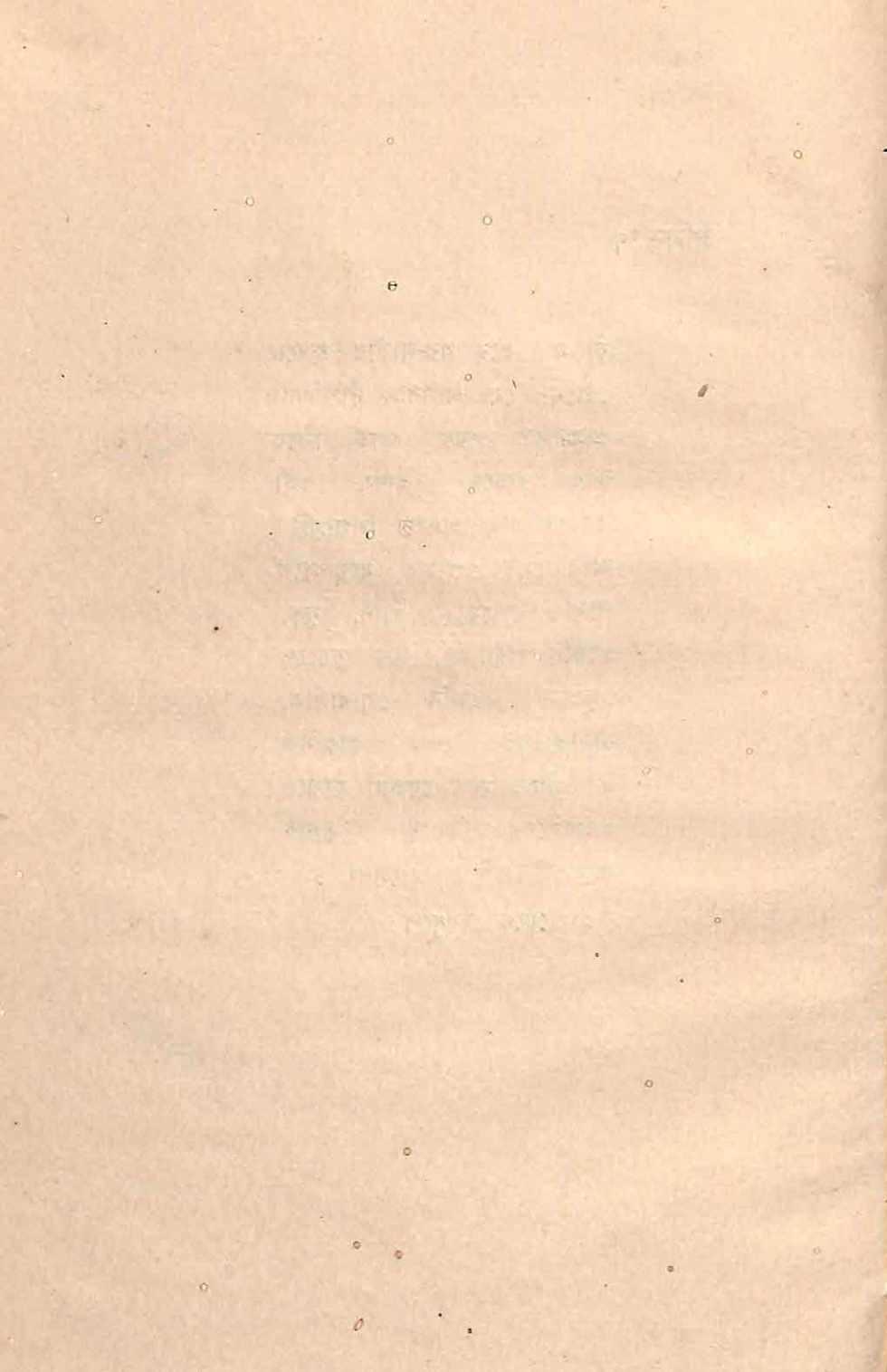
অনির্বাণ দীপশিখা জলে,—
গহন-কান্তার-গিরি, ধরাবক্ষে, নভঃ-সিন্ধু তলে।
সৃষ্টির আদিম শক্তি সুন্দরের প্রেম জ্যোতির্ধারা
অভিষিক্ত করিতেছে তারে। নভ-বক্ষে দীপ্ত তারা
তাই জলে নিত্যকাল শাশ্বত সে অম্লান আলোকে,
সূর্যে তাই অরুণিমা, সুবিমল জ্যোৎস্না চন্দ্রলোকে।
বনে বনে গন্ধে-বর্ণে উজলিয়া ফোটে শত ফুল,
উন্মাদ বসন্ত আসে বনাঞ্চল করিয়া আকুল।
তারি স্পর্শে তরুশিরে জলে ওঠে সহস্র জোনাকি
প্রাণময় দিব্য জ্যোতিকণা। ভূগর্ভে সাগরে থাকি
ঘন অন্ধকার মাঝে জলিতেছে সেই দীপশিখা
মণিমুক্তা, হীরা-রত্ন কাঞ্চনের লাবণ্য-দীপিকা।
আর জলে নিত্যকাল মানবের হৃদয় দেউলে
অনির্বাণ প্রেমদীপ জ্যোতির্ময় শত শিখা তুলে
মানবের প্রেমের হবিতে।

বিশ্বে তাই বারে বারে
প্রস্ফুট হৃদয় কাঁদে বিকশিত হৃদয় দুয়ারে
দুর্ভিক্ষের সর্বহারা নিরাশ্রয় ভিখারীর মত
প্রেমের ক্ষুধায় আর্ত। নিয়ে তার জলধারা যত
নদী যথা ছুটে যায় কল্লোলিয়া সমুদ্রের টানে,
প্রেমিক ভ্রমর ছোটে প্রভাতের ফোটা ফুল পানে,
পতঙ্গ পুড়িয়া মরে প্রজ্বলন্ত প্রদীপ প্রভায়,—
তেমনি ব্যাকুলি' তোলে হৃদয়েরে প্রেমস্পর্শ হায়।
বোঝে না সে কী যে চায়,—কোথা হতে কী যে পেতে হবে,
কস্তুরী মৃগের মত মত্ত শুধু আপন সৌরভে।

নিভিবে না কোনদিন মানবের এই প্রেমদীপ,—
কাহিনী মরিয়া যাবে,— বৃক্ষশাখে প্রজ্বলন্ত নীপ
বিকিরিয়া কেশর কিরণ নিত্য সাক্ষ্য দিবে তার
বিশ্বের সভায়। প্রকৃতির আলোকের বিচিত্র সম্ভার
অর্ঘ দিবে তারে। বনে বনে লক্ষ লক্ষ ফুলের দে'য়ালী
সে প্রেমেরে করিবে উজল রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ ঢালি';
মর্মর-কূজন গুঞ্জ, বীণা-বাঁশি, নদী-কলতান
কল্পান্ত গাহিয়া যাবে অনবদ্য এ অমর গান।
ক্ষণদীপ্ত মানবের যশের আলেয়া নিভে যাবে,—
চূর্ণ হবে কীর্তিস্তম্ভ বিবর্তিত রুচির আহবে।
প্রেম মৃতসঞ্জীবনী, মৃত্যুঞ্জয়ী, স্পর্শমণি প্রেম,
নির্জীবে-পাষাণে-প্রাণ, লৌহে দেয় দীপ্ত কান্তি হেম।
প্রলয়ে ডুবিবে বিশ্ব ভস্ম হবে সূর্যের চিতায়
তবুও জ্বলিবে প্রেম চিরন্তন অমর প্রভায়,—
চন্দ্র-সূর্য-তারকায় যুগে যুগে রহিবে অম্লান
সৃজনে, প্লাবনে তাই প্রেমজ্যোতি জ্বলে অনির্বাণ।

যৌবন-উৎসব

অতনু যৌবন আজি আসিয়াছে দ্বারে
অন্তরের রূপকার প্রেম দেবতারে
ইঙ্গিতে জানায়ে দিল হয়েছে সময়,—
চঞ্চল বাঙ্ময়
কৈশোরের দেহ সীমা ছাড়িবার বেলা।
মলয় সমীর দোলে শুধু ছেলেখেলা
আর চলিবে না।
তারে ফুল ফোটাইতে হবে,—
নানা বর্ণে, নানা গন্ধে, বিচিত্র উৎসবে ;
পরিপূর্ণ তটিনীর স্বর্ণ উপকূলে
লাবণ্য মাণিক্য দীপ্ত স্বরম্য দেউলে
রচিবে সে আপন আসন।

শ্যামোজ্জ্বল সমগ্র কানন,
অকস্মাৎ বসন্তের পবন হিল্লোলে
মর্মরিয়া প্রকম্পিয়া উঠিয়াছে দুলে।
শাখে শাখে কুসুমের দল
কোকিলের কুহুতানে আবেগ উতল,
আপনার অন্তরের রাগে
বর্ণে বর্ণে, গন্ধে গন্ধে, প্রস্ফুটিয়া জাগে।
অলিকুল মধু গুঞ্জতানে
শোভমান লতাকুঞ্জে আকুলিত প্রাণে
সঞ্চালিয়া কম্প্রপক্ষ হয়েছে চঞ্চল
রূপ-রস-সৌরভ বিহ্বল।
প্রজাপতি যত—
তাহাদেরই মুক্তভাব কল্পনার মত

রূপ ধরি পাখা মেলি হয়েছে উড্ডীন—
বিচিত্র রঙীন।

* * * *

বন তরুতল দিয়া ধীরে অতি ধীরে
বিচিত্র ভঙ্গিম গতি তটিনীর নীরে
নামিল সুন্দরী বালা পূর্ণ কৈশোরিকা।
অঙ্গে অঙ্গে উছলিত যৌবনের শিখা
ঝলকিয়া বিচ্ছুরিয়া উঠে।
কৈশোরের বর্ণ রাগ পড়ে টুটে টুটে
যেন কার সুনিপুণ বর্ণাঢ্য তুলির
স্পর্শ আলেখ্যনে।
কুসুম কলিকা যেন প্রভাত কিরণে
উন্মোচিয়া শ্যাম আবরণ
পূর্ণ বিকশিত ফুল্ল উজ্জ্বল বরণ।

তটিনী-দর্পণ-বিম্বে চমকি কিশোরী
আপনার তন্বী কায়া বারেক আবরি
চারিদিক নিরখিয়া পুন বিবসনা।
আত্মহারা আত্মমনে আপনি আপনা
মুগ্ধনেত্রে আত্মকান্তি করিছে সম্ভোগ,—
চঞ্চল কৈশোর শেষে যৌবনের প্রথম উদ্যোগ,
ঢলঢল যৌবনের লাবণ্য-প্রতিমা
পূর্ণা তটিনীর মত স্বচ্ছ নিরুপমা।

পুলক রোমাঞ্চ মৌনী হেরিল সুন্দরী,—
ঘন কৃষ্ণ কেশদাম রয়েছে আবরি
তার সারা পৃষ্ঠদেশ নিতম্ব-শিখর—
শ্যামপত্র কাননের নিস্তব্ধ-নিথর

প্রচ্ছায়ার মত
স্থির অনাহত
দেহোদ্যান প্রান্ত সীমানায়।
ক্ষণিক সমীর দোলে হিল্লোলিয়া যায়
এলায়িত কুন্তল কানন
চূর্ণালকে আবরি আনন।

তারপর মুগ্ধনেত্রে হেরিল সে আপনার মুখ,
শরতের পূর্ণচন্দ্র উদয় উন্মুখ।
পরিপূর্ণ সুষমায় ভরি
যৌবনের যাদুস্পর্শে লাবণ্য লহরী
খেলিতেছে জ্যোৎস্না-মাখা উর্মিমালাসম
উছলি' উছলি'। স্নিগ্ধ মনোরম
কোমল পলক নম্র দু'টি আঁখিতারা,
অন্তরের অনির্বাণ প্রেম-জ্যোতির্ধারা
বিচ্ছুরিয়া আলোকিয়া দীপশিখা-প্রায়
রূপ-মুগ্ধ পথিকেরে এ দেহ সীমায়
টানি আনে ;—হৃদিভরা সম্পদ বৈভবে,
বিলাইতে যৌবনের মহা মহোৎসবে
রূপ-রস-প্রেম-গন্ধ গান।
তারি মাঝে এক হয়ে নিজে করে পান
আপন আনন্দমগ্ন যৌবন-মদিরা,
আবেশিতা, বিহ্বলা, অধীরা।

নেহারিল রাণী—
কোমল কপোল দু'টি রক্তাধরখানি
কী সুষমা ভরা,

বিকশিত যৌবনের উচ্ছ্বসিত ফোয়ারা,
অধর-পুষ্পের চির মোহ-মধুধারা।
আকুলিত সহস্র চুম্বন,
পারিবে না এ মাধুরী
নিঃশেষিয়া করিতে ভুঞ্জন।
তবু তারে বিলাইতে হবে
যৌবন উৎসবে
এই রক্ত অধরের মদির চুম্বন,—
ব্যর্থ হতে দিবে নাকো তার এই সুসজ্জিত
যৌব-উপবন।
অধর-কুসুম তার ভ্রমরের চুম্বন-বিহীন
ব্যর্থতায় হবে নাক দীন।

বাঁকায়ে বঙ্কিম গ্রীবা ভঙ্গিমা আনত
হেরিল বক্ষের 'পরে উদ্ধত উন্নত
সুকোমল স্তনযুগ,—যৌবন পরশে
আদিম সৃজন-প্রাতে সৃষ্টি-সুখ রসে
অন্তরের আলোড়িত বাষ্প-বেদনার
পুঞ্জীভূত শিলা স্তূপাকার
গড়িয়া তুলিল যেন সুমেরুর সুবর্ণ-শিখর,
অজস্র নির্ঝর,
ধরিত্রীর বুকে।
রোমাঞ্চিল সারা দেহ,—শিহরিয়া উঠিল পুলকে,
যেন পূর্ণ নদী-নীর তরঙ্গিয়া উঠি
কূলে কূলে মূরছিয়া গেল টুটি' টুটি',
রেখে গেল কম্পমান আনন্দ বেদনা।
তার প্রেম দেবতার হবে আরাধনা
হৃদয় দেউলে এই স্বর্ণ-চূড়া-তলে
বিকশিত প্রেম-পুষ্পদলে।

হৃদয়-সরসী বুকে যুগল কমল
চলোর্মি চঞ্চল
আপন অন্তর রসে উঠে বিকশিয়া
মেলি শতদল।

একি অনুভূতি—একি আকুলতা হায়!
গাঢ় আলিঙ্গনে বুকে কারে পেতে চায়
একেবারে আপনার মরমের মাঝে—
হানিয়া শরমে লাজে।
কে তাহার উছলিত দেহ সরোবরে
বারে বারে
ঘাটে ঘাটে অবগাহি করিবে সিনান,
চুম্ব-আলিঙ্গনে তারে নিঃশেষিয়া কে করিবে পান?
আকুলি' আপন বিম্বে ধরিবারে গিয়া
কোমল পল্লব বাহু
বক্ষ 'পরে স্তনযুগে ধরিল চাপিয়া।

'পিয়া পিও' ডাকিল পাপিয়া,
কুহরিল গুঞ্জরিল কেহ,
চকিতে শরমে বালা বসন-সম্বরি
আবরিল আপনার দেহ।
তারপর মনোরমা স্নানসিক্তা বালা
বুকে লয়ে মদনের পঞ্চশর জ্বালা
বনপথে চলি গেলা ধীরে।
মাতিল প্রকৃতিদেবী তটিনীর তীরে
বর্ণে-গন্ধে-গুঞ্জ-কলরবে—
বসন্তের—যৌবনের আনন্দ-উৎসবে।

বহিছে মৃদুল ফাগুন-সমীর
ফুটিয়াছে ফুল কাননে,
অরুণ উদিছে স্বর্ণ-প্রভায়
কোকিল কূজিছে তরু-বীথিকায়
মত্ত ভ্রমর কুসুম শোভায়
চুমিছে কুসুম-আননে।

চলে রাজবালা কুসুম চয়নে
সখীগণ গাহে গীতিকা,
শোভিছে বসন রক্তবরণ,
স্বর্ণ-কাঁচুলি রক্ষাবরণ,
রত্ন-মাণিক স্বর্ণাভরণ
ঢাকে নাই দেহলতিকা।

চলেছে কুমারী রূপের শিখায়
সারা ফুলবন উজলি',—
'পিউ কাঁহা' শাখে পাপিয়া ডাকিল,
শরমে অঙ্গ বসনে ঢাকিল,
চকিত দৃষ্টি নয়নে আঁকিল
দীপ্ত চমক বিজলী।

অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িয়া
সখীগণ এলো ছুটিয়া,
কহিল রসিকা, 'ওগো রাজবালা,
সাজায়ে যতনে বরণের ডালা
কণ্ঠে তোমার দোলাইয়া মালা
কে তোমারে লবে লুটিয়া?'

সরোষে সরমে কহে রাজবালা,
'দূরে যা ভস্ম-বদনা' !
তারপর ধীরে ডাকি সখীগণে
তুলে নানা ফুল, ফুল বনে বনে
তুলে জাতী-যূথী পুলকিত মনে
গোলাপ চামেলী কত না।

তোলা হলো ফুল সখীগণ মিলি'
রচনা করিল মালিকা,—
সাজাল বালারে ফুল সম্ভারে
অলি আসি সেথা ভুলে ঝংকারে
হেরি নিজ রূপ সরসী-মুকুরে
চমকিত রাজ-বালিকা।

চমকিত বালা চমকি উঠিল
হেরিল কুঞ্জ-কোলেরে,—
ও কে রে কিশোর ধনু-শর হাতে
স্বপ্ন-মাধুরী দু'টি আঁখিপাতে
সুকুমার তনু ভরা লাবণীতে
হৃদয়-পরাণ ভোলে রে।

সংকোচে লাজে নত আঁখি দু'টি
উঠিল রাজার কুমারী।
সহসা আসিয়া মুগ্ধ-বিহ্বল
কিশোর কুমার ও কে রে পাগল ?
চুমিল কোমল পদ-করতল,
চুমিল আনন উহারি।

সরোষে কাঁপিয়া গরজি উঠিল
অভিমানী রাজ-দুহিতা,—
'কোথাকার এই লজ্জা-বিহীন,
স্পর্ধা ইহার দেখি সীমাহীন !'
কনকের সাজি ছুঁড়িল কঠিন
ভূমি হ'তে রোষে তুলি' তা'।

তপ্ত শোণিত ললাট বহিয়া
পড়িল ঝরিয়া ঝরিয়া,
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল কিশোর
মুগ্ধ-নয়নে ঝরেনাকো লোর,—
কতোয়াল আসি ভাবি তারে চোর
বাঁধি নিয়ে গেল ধরিয়া।

সকল ঘটনা পৌছিল আসি
যখন রাজার সভাতে,
সরোষে তখন কহে মহারাজ,
'কোথাকার সেটা মূর্খ-নিলাজ !
বন্দী করিয়া রাখ তারে আজ
কাটিও মশানে প্রভাতে।

হেথা ক্রোধ-ঘৃণা প্রণয়ে বিকশি'
দহিছে কুমারী হিয়া যে,
মরণ আদেশ শুনিয়া শ্রবণে
ব্যাকুলিয়া কহে নিজ সখীগণে
'বল ওলো সখী, এখন কেমনে
বাঁচাব কি দিয়া তারে যে !'

'মোর রূপানলে ঝাঁপ দিয়া সে যে
নিয়েছে লুটিয়া সকলি,—
তাহারে দহিয়া জ্বলেছি যে নিজে,
কী বেদনা তাহে বুঝিবে তা' কি যে !
এখন মরি যে আঁখিজলে ভিজে
তারি তরে মরি ব্যাকুলি।'

গভীরা রজনী, একেলা কুমারী
চলিল কোটাল আলয়ে,
কহিল কাঁদিয়া ধরি হাতে তাঁর,
'অনুরোধটুকু রাখ গো আমার
মুক্ত করগো বন্দী কুমারে
যা' আছে আমার তা' লয়ে।'

* * *

কী হোল কে জানে, পরদিন প্রাতে
কোথা গেছে রাজদুলালী,
ব্যাকুল হইয়া সব সখীগণে
ছুটে গেল সেই কুসুম কাননে,
হেরিল শায়িত কুসুম বিতানে
যেন রে কুনাল কুনালী।

ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে সখীগণ,
নিঃসাড় যুবা-বালিকা,
রূপের প্রদীপ নিভিয়াছে হায়
পতঙ্গ পুড়িয়া মরিয়াছে তায়
বাঁধিয়াছে দু'টি মুগ্ধ হিয়ায়
একটি কুসুম মালিকা।

কিশোরী বালা এক পল্লী-গৃহ-কোণে
বাড়িয়া উঠে হেসে খেলে,
কুসুম-কলি এক অদূর উপবনে
ফুটিয়া উঠে আঁখি মেলে।
ভ্রমর ছুটি এলো সে ফোটা ফুলপানে,
কুমারী রূপশোভা পরশে যুবা প্রাণে ;
ভ্রমর গাহি যায় গুঞ্জ গীতি হায়
বসিতে শরম মনে তার,
যুবা সে গাহে গান বাঁশরি সুরতান
ফিরিয়া চাহে অনিবার।
এমনি নিশিদিন ভ্রমর গাহে গান
মিলন সুখ লাগি আকুল তার প্রাণ ;
এমনি খরতর বিরহ জরজর
ব্যাকুল সে যে যুবা হায়,
চাহিয়া দূরে দূরে ব্যথিত আঁখি ঝুরে
বুঝিবা তার প্রাণ যায়।
ফুল সে নিরুপায় বাঁধা সে শাখী শিরে,
সবুজ পাতাগুলি তাহারে রাখে ঘিরে,
অবোধ চপলা সে ভ্রমরে ভালবাসে
উড়িবে কোথা ? পাখা নাই ;
তেমনি বালিকা সে বাঁধা সে গৃহবাসে
অবরোধে সদা ঢাকা তাই।

* * *

ব্যর্থ রতিপতি—উড়িল প্রজাপতি
বুঝি না হায় সে ধাতার মতি গতি,
এল সে মালিনী রে তুলিল ফুলটিরে
সঁপিয়া দিল দেবতায় ;

হেথা সে বালিকারে অজানা কার দ্বারে

বন্দী করিয়া দিল হায় !

পাষাণ প্রতিমার পূজার উপহার

লুটিয়া রহে পড়ি চরণতলে তার,

জীবন দেবতার প্রেমের পূজাখানি

ব্যর্থ কি হল তবে আজ ?

বিনা সে মেঘে তায় বিজলী চমকায়

চকিতে কোথা পড়ে বাজ !

শুকাল ফুল-দল দেবতা পদতলে,

মরিল বালিকা সে বিরহ ব্যথানলে,

ফেলিয়া দিল হায় দেউল আঙিনায়

ঝরা সে ফুল-কলিটিরে,

দীপ্ত চিতাশিখা দহিল রূপশিখা

কাঁদিয়া বহে তটিনী রে।

ভ্রমর কেঁদে ফিরে ঝরা সে ফুলচুমি',

ব্যাকুল যুবা কাঁদে, 'প্রিয়া গো কোথা তুমি ?'

হায়রে ভ্রমর হায়— প্রেমিক যুবা হায়—

যাক প্রাণ যদি যায়,

পাষাণ পূজা তরে এমনি ফুল ঝরে

প্রেম সে কেঁদে মরে হায় !
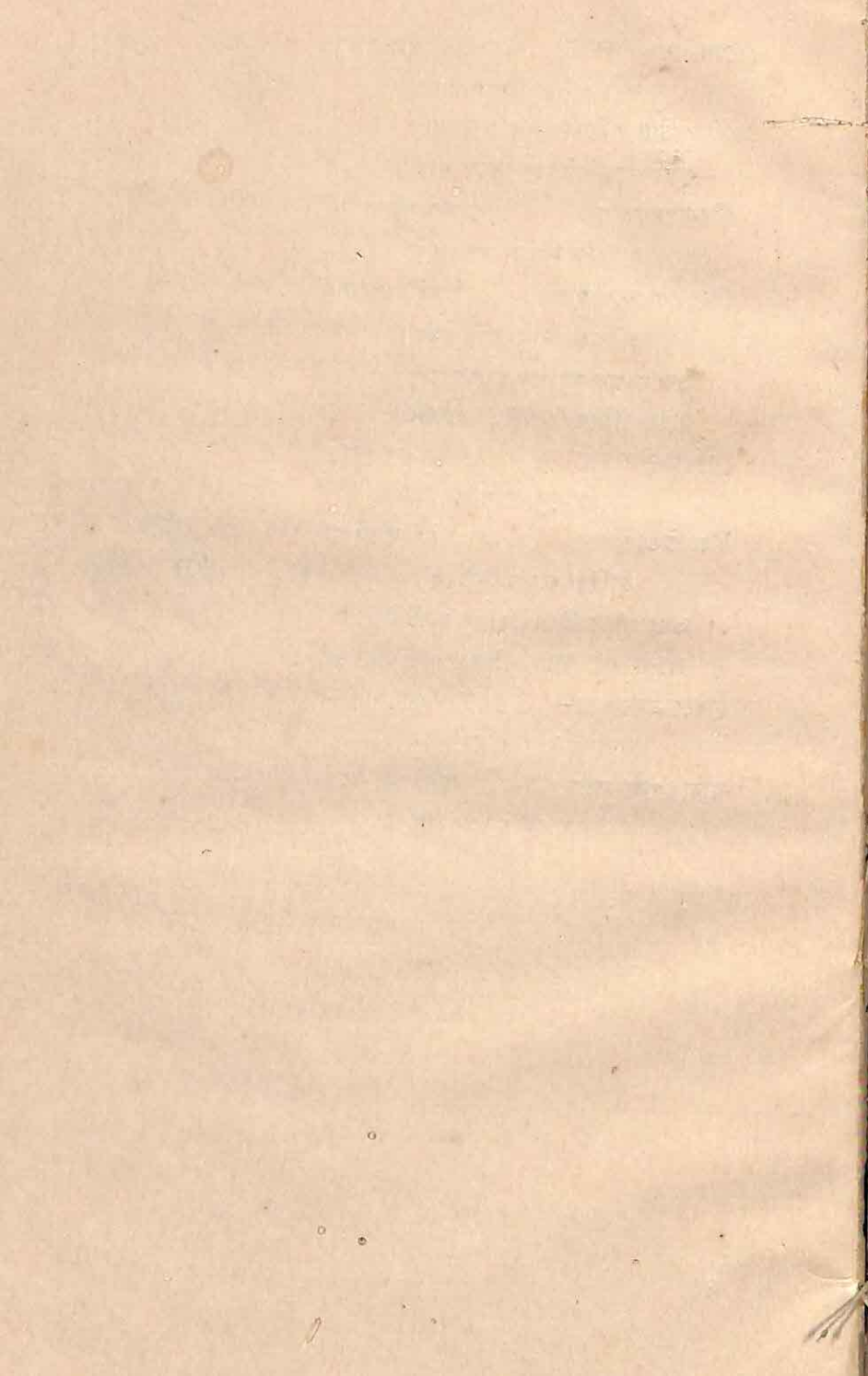
পথ-প্রান্তর

ঘর বেঁধেছি আমরা, নীড় রচনা করে পাখি। তার বাইরে আছে পথ আর প্রান্তর। সেই পথ-প্রান্তর ও প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যের কয়েকটি হাল্কা ছাপ ও রেখা অঙ্কিত হয়েছে আমার 'পথ-প্রান্তরে'। তারই কয়েকটি তুলে ধরেছি দেবধূপের পৃষ্ঠায়।

মুক্তি
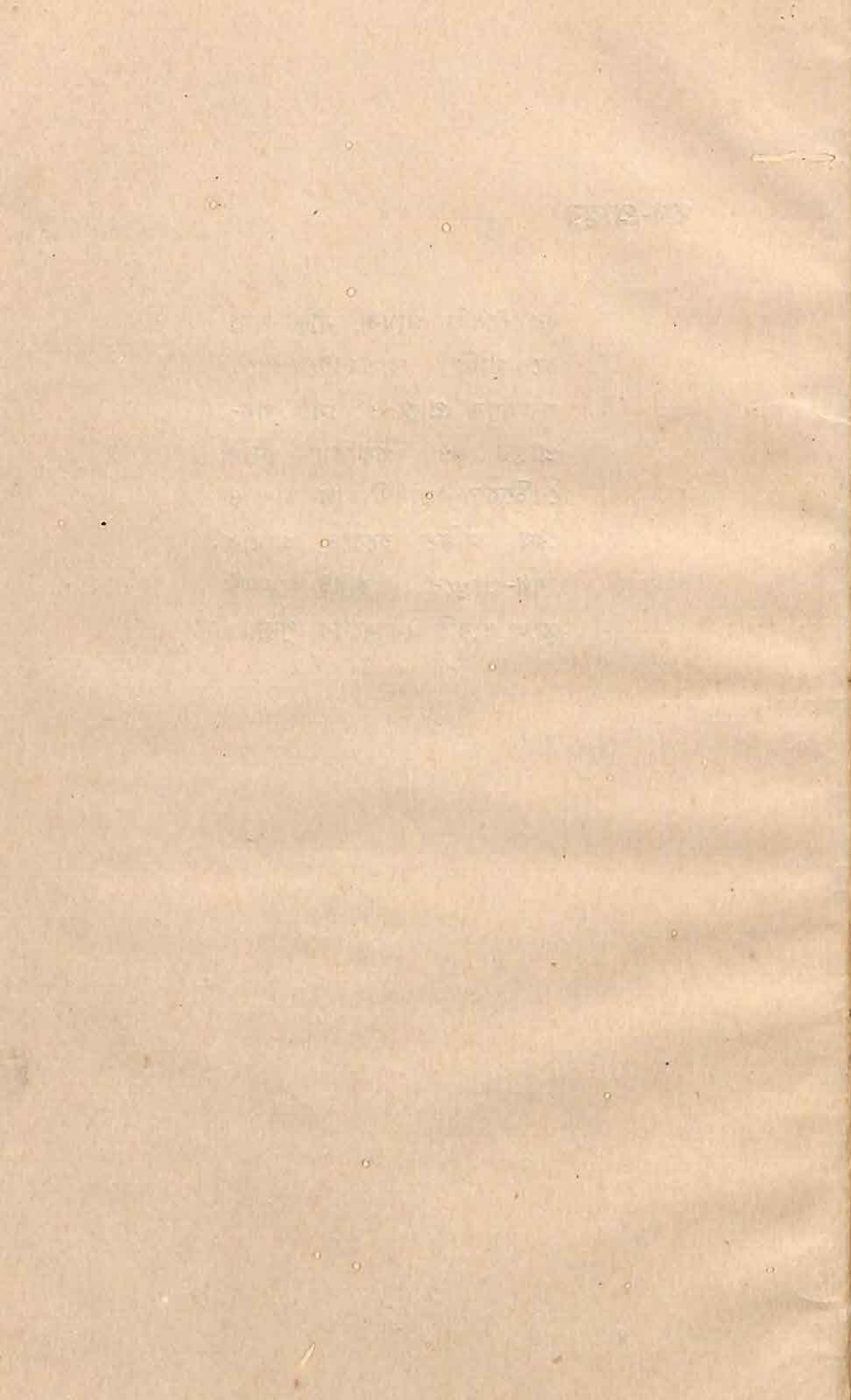
যত ক'রে আমি এড়াতে চেয়েছি ভুলিতে চেয়েছি সব,
এই পৃথিবীর মায়া মোহ যত, যত সব কলরব,
তারা শুধু হায় ঘিরিয়া আমারে
নৃত্য করেছে হৃদয় দুয়ারে,
ব্যর্থ হয়েছে সাধন সাধারে, মানিয়াছি পরাভব ;
বিজয় পতাকা উড়ায়ে তাহারা হরিয়া লয়েছে সব।

হারিয়াছি তবু হার মানি নাকো হায় একি পরিহাস !
মায়া মোহ মোরে বন্দী করেছে তবু বিজয়ের আশ।
ভেদ করি এই মায়া কারাগারে
পাড়ি দিতে চাই স্বর্গের দ্বারে,
খুঁজি এ বিশাল ভব-পারাবারে মুক্তির অবকাশ,
যুক্তির মাঝে মুক্তি খুঁজিয়া হয়েছি নিরাশ্বাস।

ওরে মুক্তি পাগল অন্ধ হৃদয় মুক্তি কোথায় খোঁজে,
আলো যদি চায় তবে কেন মিছে আঁখির পলক বোজে ?
মুক্ত আকাশে ঐ যে নীলিমা
বন্ধন নহে মুক্তি-মহিমা,
প্রান্তর পারে দিক্‌বাল সীমা মুক্তি আহ্বান ওযে,
মুক্তি পাবি রে মুক্তি পাগল মায়া-মোহ-মাঝে মজে।

তবে আয় ওরে বাহির হইয়া বিশ্বহৃদয়-দ্বারে
ভালবাসা দিয়ে জয় ক'রে নাও সারা এ বিশ্বটারে,
হৃদয় সে যে রে মুক্ত আকাশ,
কে বলে সেথায় বন্ধন-পাশ ?
মেলে দাও পাখা উধাও উদাস হৃয়দ-গগন পারে,
শতেক হৃদয়ে মুক্তি লভিয়া যাইবি স্বরগ দ্বারে।

শীত-বসন্ত

শীতে বসন্তে মেশামেশি আজ
একি স্থর বনময়
গগনে পবনে রে।
জীর্ণাবরণ করি বিদারণ
নবীন অভ্যুদয়
ভুবন ভবনে রে।
ওরে মৃদুল পবন মর্মর তান
যুগান্তরের স্মৃতি সন্ধান
নিয়ে আসে হায় হৃদয় কুলায়
আহা একি মধুময়
তন্দ্রা-স্বপনে রে !
সাগর বেলায় পাহাড় চূড়ায়
একা আমি নিরালায়
সন্ধ্যা লগনে রে।

ওরে কী পরশে হৃদ্‌বীণা তার
কম্পন তোলে—তোলে ঝংকার
পূর্ণিমা চাঁদ পাতে মায়া ফাঁদ
স্থলেখালেখ্য আঁকে
ফাগুন গগনে রে,
ওরে কে রয়েছ ঘরে এস গো বাহিরে
ফাগুন আজিকে ডাকে
গোপনে গোপনে রে।

হেনা চম্পা মেলে ফুলদল,
কৃষ্ণ ভ্রমর উতলা পাগল,
পলাশ-শিমূল আম্র-বকুল
জাগে মধু সৌরভে
কোকিল কূজনে রে,
কোথা নব প্রাণ গাহ গাহ গান,
সৃষ্টির গৌরবে
জীবনে মরণে রে।

ফাগুন-সাঁঝে

একা আমি বসে আছি ফাগুন সাঁঝে
নদীতীরে শ্যামায়িত কানন মাঝে।
রেখা আঁকা পরতীরে রাঙা রবি ধীরে ধীরে
ডুবে গেল নীল নীরে রঙীন সাঁঝে।
মেঘে মেঘে রঙ-মেলা নদী-বুকে করে খেলা,
ভেসে যায় ছোট ভেলা আপন কাজে।

কলস ভরিয়া জলে তরুণী বধূ
চলে গেল, ফিরে ফিরে চাহিল শুধু।
কলসেতে কংকণ বাজে শুধু ঠন্-ঠন্,
মন মোর উন্মন উদাসী সাঁঝে।

দখিনা সমীর আজ বাঁধন-হারা,
কুসুম সুরভি মাখা পাগল-পারা,
ফুলে ফুলে চুমো খায় গায়ে মোর বয়ে যায় ;
মর্মরি বন-ছায় গীতিকা বাজে ;
আবেশ ঘনায়ে আসে মেদুর সাঁঝে।

কুমারী কিশোরী বালা কানন পথে
নেচে নেচে ফুলদল ছিঁড়িছে হাতে।
উড়ে এলো কেশপাশ, নয়নেতে মৃদু হাস,
সম্বরে বেশবাস শরমে লাজে ;
সান্দ্র সমীর দোলে ফাগুন সাঁঝে।

'বউকথা কও' ডাকে বকুল শাখে,
সেই স্বরে প্রেয়সীরে বিরহী ডাকে।
গগনেতে তারা উঠে, বনে বনে ফুল ফুটে,
বিরহী হৃদয় লুটে আপনা মাঝে।
আমি একা বসে আছি ফাগুন সাঁঝে।

স্বর্গোদ্যান

আকাশের নীল সায়রে
দিনে ফোটে সূর্যের রক্তকমল,
রাতে ফোটে চন্দ্রের শ্বেত কুমুদ।
তার প্রাঙ্গণে
প্রভাতে ঝরে যায় তারকার স্বর্গ শেফালি।
সন্ধ্যার গগন প্রান্তরে
বিচিত্র বর্ণাঢ্য মেঘপুঞ্জে
রচিত হয় স্বর্গের নন্দন কানন।
সেখানে দেব-মালাকর রচনা করে
রামধনুর বনমালা।
শরতে আকাশের কূলে কূলে
প্রস্ফুটিত হয় শুভ্র মেঘের কাশপুঞ্জ।
কুয়াশায় ঝরে পড়ে পুষ্পরেণু।
বরষায় কৃষ্ণ মেঘের মধুচক্র হ'তে
ঝরে পড়ে অমৃত বারিধারা,
ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত ধরণীর বক্ষে জাগে
নব প্রাণ-স্পন্দন।

যে নন্দন-কানন হ'তে বয়ে আসে
জ্যোৎস্নার সংহত সুরভি,
দিবালোকে সংহত বর্ণালী,
সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে নাকি
কোন্ জ্যোতির্ময় মহাশিশুর আনন্দ নিকেতন?

বন-জ্যোৎস্না

সৃষ্টির প্রাণসত্তায় যে প্রেম বিরাজমান, যে প্রেমে বিশ্ব পরিচালিত—তা কেবল মানব-জীবনে অভিব্যক্ত নয় ; প্রাণ-চঞ্চল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেও তার প্রকাশ সুপরিস্ফুট। তাই মেঘ-ময়ূর, নীলিমা-নীলাম্বুধি, উষা-সূর্য, বৃক্ষ-লতার মধ্যেও প্রেমের আনন্দ-বেদনার যে নিত্যলীলা চলেছে, অপটু হস্তে তারই আলেখ্য অংকনের প্রয়াস পেয়েছি আমার কাব্যে।

জ্যোৎস্না-স্নাত মর্মর-তাজের অনুপম সৌন্দর্যের কথা শুনেছি, কিন্তু জ্যোৎস্না-পুলকিত বন-প্রান্তর? তার শোভা......?
'বন-জ্যোৎস্না'র চারিটি কবিতা চয়ন করেছি দেবধূপে।

প্রথম চুম্বন ও সমাপ্তি চুম্বন

উদিবে প্রভাত সূর্য,
স্থরু হবে রথযাত্রা তার, দিবসের কর্ম অভিযান।
মাঙ্গলিক শোভা তার ফুল ফুলদলে।
কাকলী কূজন-গুঞ্জে প্রকম্পিত তার মাঙ্গলিক গান
পূর্ণ করে দশদিক সমীর হিল্লোলে।
তবু বৃত হয়নিক তার গগনের যাত্রা শুভক্ষণ;
পবিত্র উষার মুখ তাই সূর্যদেব করিল চুম্বন,
দিবসের প্রথম চুম্বন।

অস্ত গেল সন্ধ্যা সূর্য
রথ-যাত্রা শেষ হ'ল তার। দিবসের কর্ম-ক্লান্ত প্রাণ
লভিল বিশ্রাম দিব্য স্বর্ণ-অস্তাচলে।
কুলাঙ্গনা করে দীপ, ফুলমালা তার বিজয়-সম্মান,
বিঘোষিছে শঙ্খ-রবে, পক্ষী-কোলাহলে।
তবু তৃপ্ত হয়নিক বুঝি প্রেম-দীপ্ত বিজয়ী তপন,
স্থশান্ত সায়াহ্ন-গণ্ডে এঁকে দিল তাই রঙীন চুম্বন,
দিবসের সমাপ্তি চুম্বন।

'চোখ গেল—চোখ গেল' অবিরাম কেন ডাক পাখি,
কি কারণে কেবা তব উৎপাটিল নীল হু'টি আঁখি!
কে হায় হরিয়া নিল নয়নের নীলকান্ত মণি,
কি জ্বালা নয়নে তব, আমারে তা' বলিবে কি ধনি!
নাহি বল বুঝিয়াছি ব্যথাতুরা লো বিহগী বালা,
হরে নাই আঁখি কেহ; ও ত তব অন্তরের জ্বালা।
ওই তব আঁখি হু'টি কারে শুধু খোঁজে নিশিদিন
কাহার দর্শন লাগি দৃষ্টি তব দিগন্তে বিলীন।
বুঝিয়াছি প্রিয় তব কোনদিন গিয়াছে চলিয়া,
'ফিরিয়া আসিব প্রিয়া' কাকলীতে গিয়াছে বলিয়া।
অতীতের সুখ-স্মৃতি আজো তব জাগে বুঝি মনে,
কত খেলা খেলিয়াছ বসন্তের ফুল বনে বনে।
তৃণাস্তীর্ণ নদীতটে সুশ্যামল তরু বীথিকায়
কাটিয়াছে কতদিন স্বপ্নময় প্রণয়-লীলায়,
হৃদয়ের অনুরাগ জানায়েছ ক্ষুদ্র চঞ্চুপুটে,
উড়িয়াছ নীলাকাশে, আজি হায় স্বপ্ন গেছে টুটে!
কখন নিষ্ঠুর ব্যাধ বক্ষে তার তীক্ষ্ণশর হানি
তব কাছ হ'তে তারে কোন্ দূরে নিয়ে গেছে টানি।
সেইদিন হ'তে হায় নিশিদিন প্রিয়-পথ চাহি,
ঘুচেছে আনন্দ তব—নয়নে নিমেষ তব নাহি।
নিভে আসে প্রাণদীপ, নয়নের আলো নিভে আসে,
বন হতে বনান্তর ভরে দাও ব্যথার উচ্ছ্বাসে।
পত্র-পুষ্পে তাই তুমি বেদনার আঁখি-জল ফেল,
'কোথা প্রিয়,—কই প্রিয়? প্রাণ যায়—চোখ গেল গেল!'

নীলিমা ও নীলাম্বুধি

হে সমুদ্র নীলকান্ত, কী তব কামনা ?
অবিরাম গরজাও
কী যে চাও—কারে চাও
নিশিদিন দাও—দাও
অনন্ত যাচনা।

তরঙ্গে তরঙ্গে তুমি বেলাভূমে পড় আছাড়িয়া
উদ্বেল উচ্ছ্বাসে,
ধরণীর সীমাবন্ধ টুটিবারে চাও—হে অনন্ত,
হিয়া তব কারে ভালবাসে ?
হে সমুদ্র, হতাশার এ নহে ক্রন্দন ;
শ্রান্তি নাই—ক্লান্তি নাই
দিক নাই—দিশে নাই
চাই শুধু তারে চাই,
বিক্ষোভ গর্জন।

তুলিয়া তরঙ্গ বাহু মহাশূন্যে পেতে চাও কারে ?
বুঝিয়াছি প্রিয়া তব নীলাম্বরা
ওই নীলিমারে।
তাই বুঝি হে সমুদ্র, যুগান্তর ধরি'
অনন্ত ও নীলিমায়
হিয়া তব পেতে চায়,
আকুলতা উৎকণ্ঠায়
উঠিছ গুমরি।

প্রভাতে ললাটে পরি বালার্ক সিন্দূর
লাজারক্ত মুখে
জানায় প্রণতি তোমা, নীলাম্বুধি,
ছায়া তার দোলে তব বুকে।
তুমি শুধু অবিরাম ডাক আয়—আয়!
প্রাণে প্রাণে শুধু টান,
মহাশূন্য ব্যবধান,
অনন্ত বিরহে প্রাণ
করে হায়-হায়!

নক্ষত্র-মাণিক্য-দীপ্ত নীলাম্বরে সাজি,
সন্ধ্যায় নিশায়
ছায়াঞ্চল কাঁচুলিতে আবরিয়া কম বক্ষ তার
তোমারে সে প্রণাম জানায়।
পূর্ণারাতে ভালে তার পূর্ণ ইন্দু জাগে
তাই তব মুগ্ধ হিয়া
উঠে বুঝি উচ্ছ্বসিয়া,
জোয়ার প্লাবন জাগে
তারি অনুরাগে।

তব প্রেম উন্মাদিনী রোমাঙ্গনা সহস্র তটিনী
উপেক্ষিতা তাই,
জোয়ার কল্লোলে তব হতাশার দীর্ঘশ্বাস জাগে,
'আসে নাই—সে যে আসে নাই!'
সেকি শুধু আসে নাই—
আসিতে সে পারে না যে হায়,
তাই ত সে বিরহিনী
মহাশূন্যে একাকিনী
অনিমিষে নিশিদিনই
তব পানে চায়।

প্রাবৃটে সহস্র নদী জলভার লয়ে
বক্ষে লুটে যবে
বেদনা ঘনায়ে উঠে বক্ষে বুঝি তার,
মেঘ জাগে নভে।
উন্মাদিনী অভিমানে উচ্ছ্বসিয়া উঠে,
গর্জন স্বনন্ তানে
বিজলী চমক হানে,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মত্ত প্রাণে
ধৈর্য বন্ধ টুটে।

মত্ততা থামিয়া আসে,—বেদনা নিঙাড়ি
ঝরে অশ্রুজল,
অশ্রু নহে,—প্রেমধারা বক্ষ 'পরে তব
ঝরে অবিরল।
সে প্রেমে ছড়ায়ে যায় সারা বিশ্বমাঝে,
সেই প্রেম-নদী ধারা
বক্ষে তব হয় হারা
সেই প্রেমে তটে তব
শ্যামারণ্য সাজে।

সীমাহীন প্রেম আর অনন্ত বেদনা
দু'টি প্রাণ জ্বালি
অলক্ষ্যে জ্বালায়ে দেয় সহস্র শিখায়
প্রেমের দে'য়ালী।
দোঁহা হারায়েছে হায় দুঁহু অনুরাগে,
সমুদ্রের নীলকায়া
নভ বুকে রচে মায়া,
আকাশের নীলছায়া
সিন্ধু-বুকে জাগে।

কে জানে মাণিক্য-রত্ন লুকায়িত হায়
জলধি কন্দরে,
সে মণি তারকারূপে আকাশের বুকে
সাজে থরে থরে।
এমনি রে দু'টি হিয়া মিলিবারে চায়
যুগান্তর ধরি,
মিলনের আকাংক্ষায় অনন্ত বিরহে শুধু
উঠিছে গুমরি।

এই শ্যামা বসুধার মুগ্ধ কবি আমি।
ভাব নাই—ভাষা নাই
সুর নাই—ছন্দ নাই
হে সিন্ধু-নীলিমা, তাই
রাখিনু প্রণামী।

কামিনী গো কামিনী, বরষার কামিনী,
ঝর ঝর গান শোন সারাদিন-যামিনী।
হিমে হাওয়া চুমো খায়,
শাখে দোল দিয়ে যায়,
সুরভি সে নিয়ে যায় সুদূরে ;
তুমি তাই থেকে থেকে
পাতা দিয়ে মুখ ঢেকে
হেসে ওঠ কারে দেখে শুধু রে।

কালো মেঘ এলো কি
বিদ্যুৎ ঝলকি,
তুমি তারে বল কী জানি নি ;
শুধু দেখি থর সে
বারিধারা বরষে
তোমারে কি হরষে—মানিনী ?

তটিনীর স্রোত টান
বরষা সে গায় গান
উচ্ছল কলতান গীতিটি,
তোমারে সে দেয় তার
দুর্বার অনিবার
হৃদয়ের মধুধার প্রীতিটি।

বাদল এলো গো
লাজ বাস ফেল গো,
প্রেম খেলা খেল গো—স্বামীনি ?
দূরে থেকে আমি কবি
আশা কিছু ভাগ লভি,
দিবে তা' কি ওগো অভিমানিনী ?

ভালবেসেছিনু

প্রভাত সূর্যের কিরণ-স্পর্শে মঞ্জরিত হয় পুষ্প-মঞ্জরী। সহাস্য পুলকে, সবিস্ময় পলকে সে অনুভব করতে চায় আপনার বিকাশ-মাধুর্য,—রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের অপূর্ব সমাবেশ। কিন্তু প্রেম—ভালবাসা কি? আজও হয়ত এর তাৎপর্য বিশ্লেষণে আমি অসমর্থ। শুধু জানি,—

…………নিয়ে তার জল ধারা যত
নদী যথা ছুটে যায় কল্লোলিয়া সমুদ্রের টানে,
প্রেমিক ভ্রমর ছুটে প্রভাতের ফোটা ফুলপানে,
পতঙ্গ পুড়িয়া মরে প্রজলন্ত প্রদীপ-প্রভায়—
তেমনি ব্যাকুলি তোলে হৃদয়েরে প্রেমস্পর্শ হায়।
…………বিশ্বে তাই বারে বারে
প্রস্ফুট হৃদয় কাঁদে বিকশিত হৃদয় দুয়ারে
দুর্ভিক্ষের সর্বহারা নিরাশ্রয় ভিখারীর মত
প্রেমের ক্ষুধায় আর্ত।

আজ অকপটে স্বীকার করছি, এমনি করে কৈশোরে হৃদয় হয়ত বা বিকশিত হয়ে উঠেছিল আর একটি হৃদয়ের জন্য। তারপর…। তারই সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার স্মৃতিগুলিকে ধরে রেখেছি আমার কবিতার ছন্দে ছন্দে।

'উদয় বসন্ত', 'ব্যাকুল বসন্ত', 'মিলন বসন্ত', 'বিরহ বসন্ত', 'বিদায় বসন্ত'—এই পাঁচটি পর্যায়ে সংকলন করেছি শতাধিক কবিতা। তারই ছয়খানি কবিতা চয়ন করেছি দেবধূপে।

সে

সে ছিল আকাশের রাজবাড়ীর কোন অন্তঃপুরে।
তারে আমি নিয়ে এসেছিলাম
আমার কল্পনার আকর্ষণে।
আমার হৃদয়াকাশের পট-ভূমিকায়
প্রেমের তূলিকায়
রামধনুর সপ্ত বর্ণে এঁকে রেখেছিলাম।
নভোরাজ সূর্য-কন্যা সে,
সূর্য তারে রচনা করেছিল
তার সমগ্র দীপ্তির বর্ণ বিশ্লেষণে।

সূর্যদেব গেলেন অস্তাচলে—
আমার হৃদয়াকাশের রামধনু হোল অবলুপ্ত।
আমার আকস্মিক শোক-ব্যথা
কালো মেঘের রূপ নিয়ে
আচ্ছন্ন করলো সারা আকাশখানা ;
শোকাশ্রু বর্ষণ ধারা ঝরে পড়লো অজস্র ধারায়।

ক্ষান্ত হোল বর্ষণ,
শান্ত হোল বিষাদ-ক্লিষ্ট মন।
যদিও বিদায়ের সন্ধ্যা নেমে এলো—
আকাশে দেখা দিলো চাঁদ
আর সহস্র তারকার মালিকা-বিন্যাস।
এলো বিরহের শাশ্বত জ্যোছনা রাত্রি।
অন্তরে ছোঁওয়া দিল তার
অননুভূত অনুভূতির সোনার কাঠি।

আজ যদিও জানি,
আকাশের রাজান্তঃপুরেও সে নাই,
সে চলে গেছে,—অজ্ঞাত লোকের আলোকে রচা
আলোকের ছায়াপথ বেয়ে
দূরে—বহুদূরে,
তবুও জানি আজ সেও অমর—আমিও।

তাই আজ বিরহের তূলিকায়
আমার অন্তরাকাশের পট-ভূমিকায়
এঁকেছি নূতনতরো আলেখ্য,
চাঁদের আলোক বর্ণে,—তারকার উজ্জ্বল রেখা-বিন্যাসে।
রচেছি অভিনব কাব্য-সংগীত,
চাঁদের আলোক মসী দিয়ে—তারকার শব্দ সঞ্চয়নে।
সে অমর আলেখ্য অম্লান থাকবে,
সে অমর আলোক-গীতি ঝংকৃত হবে,
সে অমর কাব্য অক্ষয় থাকবে,
আকাশের বুকে—আমার বুকে,
আমার বক্ষের অন্তর্লোকে।

মধুমাস এল আজি

মধুমাস এল আজি চঞ্চল ছন্দে
লিপ্সিত অলিকুল ফুল্লদল গন্ধে।
নানা ফুল ফোটে মোর মঞ্জুল কুঞ্জে
প্রিয়া তুমি এলে মোর তাই অলি গুঞ্জে।
অন্তরে তাই মোর জাগে আজি হিল্লোল,
তটিনীতে তাই জাগে প্রেম-গীতি কল্লোল।
মেদুর এ প্রভাতে তব মধু সঙ্গ
ভাল লাগে বাহুপাশ কমনীয় অঙ্গ।
লতিকা গো ফুলময় তব কম বন্ধন,
বারে বারে হৃদে মোর আনে মোহ-স্পন্দন।
সান্দ্র এ সমীরণে চঞ্চল কুন্তল
নিয়ে আসে সৌরভ ঝরে পড়ে ফুলদল।
ওষ্ঠের হাসি তব মদালস দৃষ্টি
ইঙ্গিত আনে প্রাণে মধুধারা বৃষ্টি।
তিমির বিদারী দ্যুতি তব গণ্ডে,
গোষ্ঠ-বেণু বাজে তব পিক-কণ্ঠে।

কুসুম-অভিসার

ফুল-রেণু গন্ধে উন্মাদ চঞ্চল
বায়ু বহে, উড়ে পড়ে প্রিয়ার অঞ্চল,
অভিসার কুঞ্জে ছন্দিত-মন্থর,
মধু ঢালা বুকে তার প্রেম-ভরা অন্তর।
বারে বারে চকিতা চঞ্চল নয়নে
কারে যেন চায় সে যায় ফুল চয়নে।
তাই বুঝি ফুল প্রিয় মলয়া চঞ্চল,
ফেলে দেয় বারে বারে প্রিয়ার অঞ্চল।
অম্বর সম্বরে পায় প্রিয়া লজ্জা,
কবরীর বন্ধন ভাঙ্গে ফুল-সজ্জা,
এলো চুল উড়ে পড়ে দোল খায় মলয়ায়
কুন্তল সুঞ্চালি ডাকে কারে ইসারায়।
লুটে পড়ে ভ্রমর প্রিয়ার অলকে,
গুঞ্জরি' ছুটে যায় ফিরে আসে পলকে।
চল দেহ, চল হৃদি, চল সেথা মন চল,
উড়ে যেথা প্রিয়ার কুন্তল অঞ্চল।

সাগর-স্নান

প্রিয়ারে লইয়া সেদিন প্রভাতে
চলিনু সাগর-স্নানে;
সম্মুখে সে কি মহাবারি রাশি
বিস্ময় জাগে প্রাণে।
অপলক আঁখি রহিলাম চেয়ে
ফেন-কিরীট ঢেউ আসে ধেয়ে,
গর্জন তানে কী যে ওঠে গেয়ে
মুগ্ধ হৃদয় টানে,
হাতে হাত ধরি আমরা দু'জনে
নামিনু সাগর-স্নানে।

ক্ষণে ক্ষণে আসি পাগল ঊর্মি
আঘাত হানিছে দেহে,
ফেনময় শুধু লবণ-অম্বু
সারা দেহ ফেলে ছেয়ে।
ক্ষণেক ডুবিয়া ক্ষণেক ভাসিয়া
ঢেউ দোলে লুটি তীরেতে আসিয়া,
প্রিয়া শুধু মোর উঠিছে হাসিয়া
উচ্ছল কলরোলে,—
আমরা মেতেছি সাগর-সিনানে
ঊর্মি দোদুল দোলে।

আরও কত জন করিতেছে স্নান
আজিকে সাগর জলে,—
সবাকার সুখে একক বাঁধনে
মেতেছি কৌতুহলে।

ঢেউয়ে নাচি' নাচি' যারা দূরে যায়
আমাদের প্রাণ তারি সাথে ধায়,
হাল্কা ভেলায় পাগল দোলায়
দূরে যারা যায়—দূরে—
দেহ থাকে হায় সাগর-বেলায়,
তারি সাথে মন ঘুরে।

উন্মাদ নেশা,—সাগরের বুকে
ঢেউ চড়ে ছুটি নাচি,
ভয় জাগে প্রাণে, তবু যেন মোরা
মরিতে পাইলে বাঁচি।
যেন মনে হয় যুগ যুগ ধ'রে
আমরা ভাসিব সুনীল সাগরে,
ফিরিব না কভু মাটির ও ঘরে
তুচ্ছ সুখের লাগি,
চিরকাল ধরে সাগরের বুকে
দু'জনে রহিব জাগি।

একি নবরূপে হেরিনু প্রিয়ারে
আজিকে সাগর কূলে
এলায়িত-কেশা, সিক্ত-বসনা,
ঊর্মি-দোলায় দুলে।
বাধা নাহি মানে কিশোরিকা প্রিয়া
প্রতি ঢেউ বুকে পড়ে ঝাঁপ দিয়া
ফেনার কুসুম মাথা পাতি নিয়া
হাত ছাড়ি যায় চ'লে,
মনে ভয় পাই বুঝিবা হারাই
তাহারে সাগর জলে।

আজি যেন প্রিয়া বিরাট বিশাল
মোর বুকে ধরা নয়
সাগরের সাথে তারি রূপ হেরি
সারাটি সাগরময়।
যেন প্রিয়া মোর সাগর কুমারী
মন্থন-ধন লক্ষ্মী আমারি
ফেনায় ফেনায় জাগে হাসি তারি
আমি সে মুগ্ধ প্রাণ,
ধন্য গো প্রিয়া, ধন্য গো আমি,
সফল সাগর-স্নান!

ভগ্নস্মৃতি

আমার মনের গোপনে স্বপনে
তোমার ছবিটি আঁকা,
তবু ওগো প্রিয়া জীবনে আমার
তুমি ত দিলে না দেখা।
তব স্মৃতি লয়ে আমি নিশিদিন
বিশ্বের পথে বিরাম-বিহীন
তোমায় প্রেমের স্মৃতি ভরা সুরে
বাজাব বেদন বাঁশি,
জানি না কখন তব দ্বার তলে
থমকি দাঁড়াব আসি'।
তখনো কি প্রিয়া মনের ভুলে
চাহিবে না তুমি আনন তুলে,
তখনো কি তুমি আপনার মনে
করিবে আপন কাজ,—
ভিখারী আমি কি ফিরিব নিরাশে
পেয়ে শুধু ব্যথা লাজ?
ওগো মোর প্রিয়া স্মরণে তোমার
মোর স্মৃতি কি গো জাগিবে না আর?
কেমন করিয়া তব হৃদি হ'তে
মুছে গেল সব স্মৃতি,
এ বাঁশির গান বাজিবে না প্রাণে
মিছে হবে মোর গীতি?
নাহি চাও প্রিয়া, চলে যাব ফিরে
বিজন বনের তটিনীর তীরে,
বনের কুসুম তব ছবি হবে,
সাথী হবে স্মৃতি-গান,
চলে যাক্ সব—গেছে যদি সব—
থাক এ পাগল প্রাণ।

চিতা

তব জীবন প্রদীপ নিভে গেল যবে
তুমি হয়ে গেলে হারা,
মোর ভুবনের আলো নিভে গেলো
ডুবে গেলো শুকতারা।
অগ্নি-দেবতা লেলিহ শিখায়
সোনার কমলে দহিল গো হায়,
সে চিতা অনল দাবানল সম
ধু-ধু ক'রে বুকে জ্বলেছিল মম,
নিভাতে তাহারে ব্যর্থ প্রয়াস
পেয়েছিল আঁখি ধারা।
সে অনল শিখা আজো নিভে নাই
রাবণের চিতা জ্বলিছে সদাই
ত্রিভুবনে তোমা এ হৃদয় শুধু
খুঁজিছে পাগল পারা।
আজিও আবার এসেছে ফাগুন
পলাশের বনে জ্বলিছে আগুন,
আগুন লেগেছে রক্ত কমলে,
গোলাপ ও আগুনে ভরা,
আজি সন্ধ্যা আকাশে বিশ্ব-প্রিয়ার
চিতা জ্বালিয়াছে কারা।

অগ্নি-বুভুক্ষা

জীব জগতের পুষ্টির মূলে সক্রিয় যেমন সেই ক্ষুধা, তার খাদ্য লিপ্সা,—তেমনি সেই সৃষ্টির মূলে তার যৌনতা,—তার আসঙ্গ লিপ্সা। মানুষ এই যৌনতাকে তার নীতিবোধ দিয়ে করে তুলে সুশৃঙ্খল ও সংযত,—প্রেম দিয়ে করে ক্রূর তুলে মধুর ও সুষমা-মণ্ডিত।

তবু যুগে যুগে এই অগ্নি-ক্ষুধায় মানুষ—এমন কি দেবতারাও ধৈর্য ও সংযম হারিয়েছে। আর আজকের পৃথিবীতে সেই অনল ক্ষুধার যে দাবানল জ্বলে উঠেছে,—সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেখা দিয়েছে যে যৌন কামনার বীভৎসতা—তারই আলেখ্য অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছি অগ্নি-বুভুক্ষার কবিতায়। দেবধূপের পৃষ্ঠায় তারই কয়েকটি সঙ্কলন করা হ'ল।

বৈশ্বানর

জেগেছে আজিকে কামনা-বৈশ্বানর
জাগিয়াছে তার অনল-গরল তৃষা,
অনল শিখার রক্ত আলোকে দীপ্ত দিগন্তর
দাউ দাউ করি জ্বলিয়া পুড়িছে আজিকার কালো নিশা।
কালো আঁধারের মর্মের তলে তলে
শিরায় শিরায় তড়িৎ ধারায় উন্মাদ শিহরণে,
দিকে দিকে ওই বিদ্যুজ্জ্বালা জ্বলে,
আগ্নেয়গিরি ফাটিবারে চায় প্রবল ভূকম্পনে।

পাগলা ভোলার ললাট-বহ্নি শিখা
মদনেরে জ্বালি বিশ্বে জ্বালাল উন্মাদ কামানল,
উদ্‌জান বোমা ফাটিয়াছে আজি—তাই গ্রহ-নীহারিকা
তেজস্ক্রিয়ার অন্তর্দাহে জ্বলে মরে অবিরল।
সে অনলে আজি পুড়ে মরে ত্রিভুবন
মানব-দানব, দেব-মহাদেব পুড়িছে অনল নিজে,
ইন্দ্র-চন্দ্র সে অনল দাহে ঘটাল কী অঘটন
পুণ্য পুরাণ সে পাপ কাহিনী পৃথিবীতে বিঘোষিছে।

সে সকল কথা থাক থাক আজি দেখ দূরে জ্বলে ঐ
খাণ্ডবদাহী অনলের বুকে কামনার দাব জ্বালা,
সপ্ত ঋষির কামিনীর কামে হৃদ্-নদে তাতা থৈ
নাচিয়া উঠিছে রক্তে রক্তে অনল উর্মিমালা।
সে অনল ক্ষুধা কামনার জ্বালা আজো জ্বলে দিশি দিশি
নিভাতে তাহারে স্নিগ্ধ সলিল কোথা সে কুমারী স্বাহা,
পোহাবে কি হায় অনল ক্ষুধার এই যুগ কালনিশি
ঊর্ধ্বগগনে সপ্ত ঋষিরা শান্তি বরষে আহা!

ম্যাডোনা

কে তুমি ?—ম্যাডোনা ?
মিথ্যা তোমার স্নেহময়ী মাতৃরূপ,
সত্য শুধু তোমার কামনায় গড়া নারী-মূর্তি।
যখন দেখেছি—বক্ষে তোমার স্নেহের মন্দাকিনী,
অঙ্কে তোমার স্নেহের শ্বেত পদ্ম,
তখনো দেখেছি—চক্ষে তোমার কামনার
নগ্ন বহ্নি-জ্বালার প্রতিচ্ছবি,
দেখেছি—সেই অগ্নি-ক্ষুধা, আর অনল-তৃষা।
মরুবক্ষে দেখেছি মরূদ্যান, পান্থপাদপের সলিল-স্নেহ ;
তবু দেখেছি—তপ্ত মরু ঝড়ের কামনা বিহ্বল উন্মত্ততা,
ঝরণা-শীতল পর্বতের গুহা গর্ভে
হট্-স্প্রিং আর আগ্নেয় লাভার উদ্গীরণের ব্যাকুলতা।

হায় রাফায়েল!
সমুদ্র তরঙ্গে ভেসে গেছে তোমার ম্যাডোনার প্রাণ,
নিষ্প্রাণ চিত্রেই শুধু আজো অমর হয়ে আছে সে।
ক্ষমা করো শিল্পী
নূতনতরো ম্যাডোনার চিত্রাঙ্কনের
প্রয়াস-স্পর্ধিত আমাকে !

তাকে দেখেছি – বহুরূপীর বিচিত্র রূপে :
শ্যামল বনচ্ছায়ে নিদ্রিত অজগরের মত শান্ত-সুন্দর।
তার আঁখির সম্মোহনে, বহুরূপের মরুমায়ায়
সে কাছে টেনে নিয়ে এসেছিল তাকে,
সেই বনচারিণী স্বর্ণমৃগীকে।
আদরে-স্নেহে, ক্রন্দনে-হাসিতে
মুগ্ধ আর বিবশ করেছিল তাকে।
তারপর দেখেছি—বুভুক্ষু অজগরের জাগরণ,
দেখেছি—হিংস্র মাংসাশীর কামনার বীভৎসা,
ভ্যাম্পায়ারের স্নেহ-শীতল ব্যজনের মধ্যে
নিদ্রাতুরার তপ্তরক্ত তৃষা,
ক্রন্দন ব্যাকুলতায় কুম্ভীরাশ্রু।
আর হাসিতে শুনেছি—
হায়েনার হিংস্র অট্টহাসির প্রতিধ্বনি—
ছদ্মবেশী হিংসার উল্লাস,

*   *   *   *

চমকে উঠলো ভয়বিহ্বলা বনহরিণী,
আর্তনাদ ক'রে উঠলো সে—
কিন্তু পথ নাই পলায়নের।
অজগরের হিংস্র বুভুক্ষু আস্য আর হায়েনার অট্টহাস্য
এগিয়ে এল তার দিকে,—
ছুটো লোলুপ বাহু অক্টোপাশের নিষ্ঠুর বাঁধনে
বেঁধে ফেললো তাকে।
রুচিহীন পেটুকের মাংস লিপ্সার বিকল্প
বর্বর কামনার রূপ নিল।
নিশ্চেতনার সমুদ্রতলে অবলুপ্ত হোল
তার সকল মিনতি—সকল আর্তনাদ!

নবদূর্বা

কচি-কাঁচাদের জন্য লেখায় হাত আমার অতি কাঁচা। লিখেছিও কম। আমার নবদূর্বায় সংকলন করেছি সেগুলি। তা' থেকে তিনটি কবিতা চয়ন করা হয়েছে দেবধূপে।

ফাল্গুন

ফাল্গুন—ফাল্গুন,
গানে সুরে রঙে রসে
যাদু তারে জাল বুন।
হাতে তোর তুলি তুল
দিকে দিকে ফোটা ফুল,
চঞ্চল অলিকুল
গেয়ে যাক্ গুন্ গুন্,
ফাল্গুন।

লাখো পাখি লাখো গান—
কোকিলের কুহু তান,
মাতে মন ভোলে প্রাণ
পাপিয়ার গান শুন
ফাল্গুন।

বনে বনে বায়ু বয়
জেগে ওঠে কিশলয়
ফোটে ফুল বনময়
তোরা তার দল গুন
ফাল্গুন।

রবিমামা দিবাকর
আলোকের ছুঁড়ে শর,
ঝরে পড়ে ঝর ঝর
আকাশের লাল খুন
ফাল্গুন।

চঞ্চল তটিনীর
নির্মল নীল নীর
বাজে যেন মঞ্জীর
কলোচ্ছল রুনুঝুন্
ফাল্গুন।

আজ নয় ক্রন্দন
নাই কোন বন্ধন,
খোকা খুকু নন্দন
কার আজ গাল চূণ ?
ফাল্গুন।

সবুজের মরসুম
ফাগুনের ভর ধুম
দিকে দিকে ভাঙে ঘুম
আলসেরা কালগুন
ফাল্গুন।

মৌমাছি

মধুচক্রের মধুর পিয়াসী আমরা মধুপদল
প্রভাত আলোয় গুঞ্জরি আসি লাখো পাখা চঞ্চল
(মোরা) নাচি ফোটা ফুলদলে,
মধু খাই কুতূহলে
সুরভি পরাগ অঙ্গে মাখিয়া
ফুলে লুটি নেশা ভরে
মধুচক্রের কক্ষে কক্ষে
মধু রাখি ভরে ভরে।
গভীর বনের শ্যামল শাখায়
মোদের চক্রখানি
গুঞ্জনে তুষি বন-বীথিকায়
মধু লুটে লুটে আনি।
(মোরা) বাসন্তিকার বীণা,
বেজে উঠি তার বিনা,
মলয় অনিল-অঙ্গুলি ছোঁওয়া
কোমল পক্ষে লাগে,
মধুক শাখায় ফুল ঝরে যায়
মোদের গুঞ্জ-রাগে।
কর্মী আমরা সদা নিরলস
সঞ্চয়ী মৌমাছি,
নহি প্রজাপতি, বিলাস লীলায়
মিছে ফুলে ফুলে নাচি।
(মোদের) শুভ্র সতেজ প্রাণ,
নাহি কর্মের অভিমান,
(মোরা) সারাদিন খাটি,—গোধূলি যখন
সন্ধ্যারে দেয় ডাক,
ফিরে আসি মোরা আমাদেরই নীড়ে,
মধুভরা মৌচাক।

হিম বুড়ো

হিম বুড়ো বাস করে হিমালয় শিখরে,
হিমানীর ঘরে বসে জান কি সে কি করে ?
বরফেরে পিষে পিষে চুনো ক'রে রাখে সে,
পাষাণের কৌটায় ভরে ভরে ঢাকে যে।
রাশি রাশি রচে তীর বরফের ফলকে
হিম দিয়ে গোলা গড়ে খোঁজ রাখ বল কে ?
এল পৌষ—এল মাঘ—এল মহাহর্ষে,
তাই আজি হিম বুড়ো হিম গুঁড়ো বর্ষে।
উত্তুরে হিমে হাওয়া ঝির ঝির বইছে,
কাঁপে সবে থর থর কার গায় সইছে ?
কন্‌কনে হিমকণা বিঁধে সারা শরীরে,
দাঁতে দাঁত বাজে শীতে থরথরি মরি রে।
গাছে গাছে সারাদিন ঝরে পাতা পত্তর
শ্যাম কাঁচা ধান ক্ষেত পেকে উঠে সত্বর।
টুক্‌টুকে গা'টা মোর খট্‌খটে রুক্ষ
হ'য়ে গেল হিম লেগে—তাই মনে দুঃখ।
হিম বুড়ো বাস করে হিমালয় শীর্ষে,
সেথা হতে ছুঁড়ে যেন বরফের তীর সে।
রোজ রোজ রবি মামা তাই লাল ক্রুদ্ধ,
হিম বুড়ো সাথে হায় কি ভীষণ যুদ্ধ !
রাতে রাতে আসে বুড়ো মেলি হিম পাখা সে
ছুঁড়ে দেয় হিম গোলা সূর্যের আকাশে।
চারিদিক ঢাকে তাই ধোঁয়া ভরা কুয়াসা,
সূর্যেরে মারিবার মিছে মনে দুরাশা।
শুধু দেখি,—খালে বিলে জলগুলো পুড়ে যায়,
তাপ নাই—ঠাণ্ডাই, ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়।

তারপর রবি মামা কিরণের ফলকে
কুয়াসায় দূর করে,—চারিদিক ঝলকে।
মিঠে তাপ লাগে গায়ে পড়ে সোনা রোদ্দুর
হিম বুড়ো হেরে যায় হয়ে যায় হিম দূর।
এমনি রে যায় পৌষ,—যায় মাঘ,—ফাগুনে
হিম বুড়ো মরে যায় সূর্যের আগুনে।

নির্মাল্য

ভগবানের অনন্ত মহিমা উপলব্ধি করবার শক্তি আমার নাই জানি। তবুও জীবনের দুঃখ-জ্বালার পীড়নে এবং বিচিত্র বিশ্ব-সৌন্দর্যের মধ্যে কী যেন ছোঁওয়া দিয়ে যায় অন্তরের অনুভূতি-কেন্দ্রে। তারই প্রকাশের দীন প্রচেষ্টা আমার নির্মাল্যে। নির্মাল্যের পাঁচটি কবিতা চয়ন করেছি আমার দেবধূপে।

ভগবান, তোমা বিশ্বাস করি

ভগবান, তোমা বিশ্বাস করি
মানিতে পারি না তবু
দুর্দম ছেলে পিতারে তাহার
মানে নাকো যেন কভু।
জানি আছে পিতা—জানি গুরুজন,
নিদেশ মানে না চঞ্চল মন,
আঘাত পেয়েছি, পেয়েছি শাসন
ভুল পথে গেছি তবু,
জানি, তুমি ওগো আছ মহাপিতা
মানিতে পারি না প্রভু।

পৃথিবীর মোহ শুভ পথ হ'তে
টানিয়াছে বারে বারে,
রিপুচয় মোরে অন্ধ করিয়া
নিয়ে গেছে পাপাগারে।
হয়ত কখনো তোমার শাসনে
জ্ঞান-দীপ-শিখা জলিয়াছে মনে,
অনুতাপে লোর ঝরেছে নয়নে
কাতরে চেয়েছি ক্ষমা,
আবার কখন নিভিয়াছে দীপ
আঁধার হয়েছে জমা।

মাতা ও পিতার আঁখির আড়ালে
পাপ ক'রে চলি যত,
নিদ্রাবিহীন নয়ন তোমার
জেগে রয় অবিরত—

বুঝেও কেন যে বুঝি না সে কথা,
ভুল ক'রে পুনঃ মনে পাই ব্যথা,
তুমি কেন ওগো হে মোর দেবতা
বজ্র অনলে দ'হে
সবল করিয়া গড়িয়া হৃদয়ে
মুক্ত কর না মোহে ?

দুর্বল করি গড়েছ মানবে
রঙীন পাপের মাঝে
হেথা শত পাপ ঘুরিয়া বেড়ায়
শতেক বরণ সাজে।
চির উজ্জ্বল জ্ঞান-দীপ-আলো
হৃদয়ে আমার জ্বালো প্রভু, জ্বালো
তোমার করুণা-অমৃত ঢালো
দাও গো নূতন প্রাণ,
আমার পথের পাথেয় হউক
তোমারি করুণা-দান।

ঘট ভরে নিবি চল

ওরে দিন শেষ হ'ল চল নদী হতে
ঘট ভরে নিবি চল,
আঁধারে আলোকে মেঘ করে খেলা
বিস্মিত নদীজল।
সারাদিন তুই ছিলি গৃহ মাঝে
বন্ধ দু'বাহু আপনার কাজে,
দিন শেষ হ'ল এখনো কী লাজে
ঘরে বসে র'বি বল ?
ওরে আকাশ বাতাস ডাকে যেন ওই
আয়—আয়—ওরে আয়,
এই মধুখনে ভরে নে কলস
লগন বহিয়া যায়।
আলোর নদীতে স্নান করি সারা
এখনি উঠিবে চাঁদ, সাঁজতারা,
ফেল্ লাজবাস নাম নাম ত্বরা
অবগাহি তোল জল,
শান্ত হইবে ক্লান্ত শরীর
দগ্ধ হৃদয় তল।

স্বপ্ন সন্ধ্যা

দিন চলে যায় কোথা দিয়ে হায়
সন্ধ্যা ঘনাল ধীরে,
যেন কার ডাকে দাঁড়াইনু আসি
শান্ত সাগর তীরে।
সন্ধ্যার মেঘে রঙ খেলে চলে
সাগরের বুকে তারি ছায়া দোলে
শান্ত সাগরে ছল ছল রোলে
উঠে ভাঙে ছোট ঢেউ,
যেন মনে হয় সবি ছিল মোর
আজি নাই কোথা কেউ।
সাগর পারের উদাস হাওয়ায়
মনখানি মোর কোথা ভেসে যায়
যেন কার টানে, তবু কেন হায়
বুক ভাসে আঁখি নীরে।
উড়ে গাঙ চিল যেন সে স্বপন
অতীত জীবন ঘিরে।

আজি দুয়ার খুলিয়া এসেছে মরণ
এসেছে হৃদয় দ্বারে,
উপচার হীন রিক্ত হৃদয়
বরিয়া লইবে তারে।
আজ নহে ক্রন্দন—নহে ক্রন্দন রে,
নব উল্লাসে টুটিতে হইবে ভব-বন্ধন রে,
তাল তরঙ্গে দিতে হবে পাড়ি
তরণী যাইবে পারে।

দূরে মর্মরি উঠে মধু গীতিকা,
কম পল্লব সঞ্চালি' ডাকে নন্দন বন-বীথিকা।
আজ স্বর্ণ স্বর্গে মরণ আদরে
বরণ করিবে মোরে
এ পারে ধ্বনিবে বিদায় শঙ্খ ;
ওপারের নিশি ভোরে
উদিবে নূতন জীবন সূর্য
মৃত্যু সাগর পারে।
দূরে পড়ে রবে এই ধরণী
নূতন আলোকে নব লোক পানে
ছুটিবে মরণ-তরণী।
এত উদ্বাহ,—তরী বাহ—বাহ রে
মধু মিলন গীতি গাহ গাহ রে,
চিতার আগুন শেষ রোশনাই
ধরার তোরণ দ্বারে।

সভা সমাপনে

সকলের শেষে সভা সমাপনে
আসিলাম আমি যবে
সভা ভঙ্গের আয়োজন হ'ল
বিদায় শঙ্খ রবে।
দেখিলাম আমি কণ্ঠে তোমার
দোলে সুরভিত শত ফুলহার,
মণি-কাঞ্চনে কত উপহার
চরণে তোমার শোভে।

তখনো রয়েছে মণি-দীপ মাঝে
ঘৃত-বাতি-শিখা জ্বালা,
গান থেমে গেছে, বাতাসে ভাসিছে
তানের লহরী মালা।
তখনো সে ধূপ আপনা জ্বালায়,
বুকের সুরভি ধূম্র বিলায়,
ফুল সেজ হ'তে মরণ-লীলায়
ফুলদল ঝরে সবে।

তব চরণের পূজারিণী আমি
দাঁড়ায়ে ছিলাম দীনা,
রিক্তা আমি গো, নাহি কিছু মোর
শুধু আঁখি জল বিনা।
'কী এনেছ তুমি, কিবা তব নাম?'
শুধাইলে মোরে ওগো গুণধাম,
আমি কহিলাম 'একটি প্রণাম
লহ গো দেবতা তবে,
এই উপহারে তব করুণার
মূল্য কি দেওয়া হবে?'